

পার্বণী

শারদ উৎসব

১৪২৯

With Best Compliments From



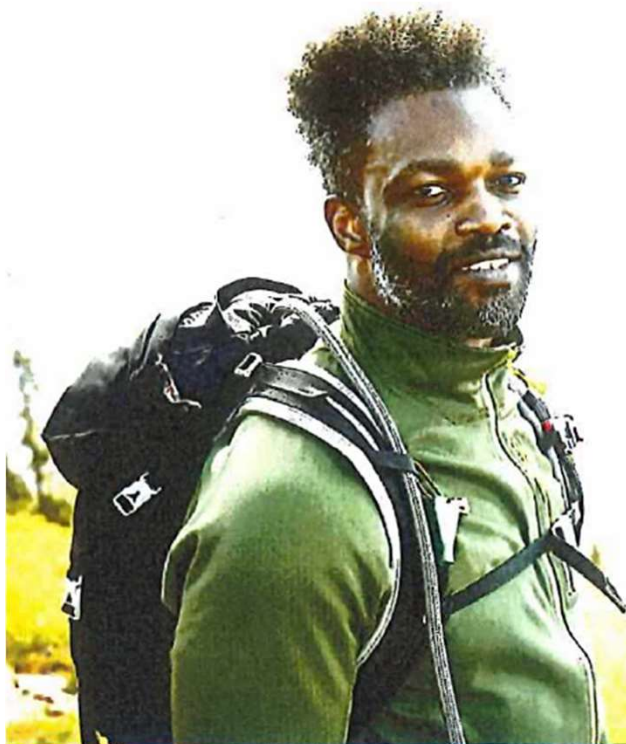
CUSTOMER-OBSSESSED BUSINESS OUTCOME DRIVEN TECHNOLOGY



EBIW				
Consulting	Smart Tech			PeekHire
	SmartWeld	SmartAgriculture	SmartConstruction	
1.AWS/Azure/ Oracle Cloud Expertise 2. Data Integration Real-time(kafka Informatica ODI) 3. Data Mesh and Lakehouse 4. Data Science & Visualization (Power BI, Tableau)	1. Industry 4 for Welding Product 2. Integrated H/W S/W Welding Solution Product with 5 Sensors 3. Real-time Welding Dashboard & KPI 4. SIM Based	1. Sensor Driven Intelligent Water Discharge Product 2. Integrtd with Crop, Weather, Soil and Terrain Information 3. Real-time Dashboard and KPI 4. LPWAN Based	1. Industry 4 for Construction Equipments and Products 2. Integrated H/W S/W Construction Asset Tracking & Monitoring 3. Real-time Dashboard and KPI 4. LPWAN Based	1. Interview Screening SaaS Application 2. One-way Passive Video Interview 3. Intelligent Comparison & Candidate Scoring 4. API Based Integration with HCM

Head Quarter: Maryland (USA), with Associated Offices established at Kolkata (INDIA), Mexico City (MEXICO), Dhaka (BANGLADESH), Toronto (CANADA)

www.ebiw.com



FIRST BANK WISDOM[®]:

**Your money should
be working as hard as
you are.**

Let's get results

**You work
hard for your
money.
It's about time
your money
did the same
for you!**

**Open a new
First Performance
Checking
account and earn**

**3.00%
APY***



Member FDIC

Ani Das
Banking Specialist III
San Mateo
NMLS#: 2305591
6503482691
Ani.das@fbol.com

Imelda Palisoc
Banking Specialist II
San Mateo
NMLS#: 1772608
6503482691
imelda.palisoc@fbol.com

www.first.bank
800-760-BANK

Annual Percentage Yield Interest rate is effective as of June 30, 2021. This is a variable rate account and the rate is subject to change. 3.04% APY paid on balances up to \$25,001 and then 0.10% APY on balances \$25,001 and greater. Fees may reduce earnings. Limit one account per client.

bay-বাসীর

শারদ
শুভেচ্ছা





Buying or Selling?

Shiraz Zack

Gets you the best deals



When honesty, negotiation skills, business acumen, and diligence matter –

you can trust me to deliver results!

19 years experience helping Buyers, Sellers, & Investors.

- Low Commissions
- Smart Negotiations
- Strategic Marketing
- Preparing home for sale
- Excellent Service & Support

I am here to help You.

Book your appointment today

650-245-4915

Shiraz.Zack@gmail.com

ShirazZack.com

DRE # 01386039



kw
KELLERWILLIAMS.
REALTY



BAYBASI, INC

PO BOX 4538, FOSTER CITY, CA 94404

www.baybasi.us

baybasi@baybasi.us

publication.baybasi@gmail.com

cultural.baybasi@gmail.com

Board of Directors

Chairman

Amit Sen

General Secretary

Santanu Deb Roy

Treasurer

Rajat Das

Board Members

Chetan Majithia
Piali Mukherjee
Prithwiraj Mitra
Raj Tiwari
Sayantani Chatterjee
Soumya Das
Sudip Chattopadhyay
Sukalyan Chakraborty

Core Members*

Anirban Banerjee
Arijit Podder
Ayan Bhar
Barnali Chatterjee
Bidisha Basu Roy
Chowdhury
Debajit Ghosh
Indrajit Upadhyay
Jayita Deb Roy
Jona Jha
Manish Chatterjee
Milan Barui
Nilanjan Mukherjee
Peeyal Banerjee
Poulomi Das
Rajib Maitra
Romi Ghosh
Sahana Banerjee
Sangrita Sarkar
Sanjib Sasmal
Santanu Bhattacharya
Shatabdi Ghosh
Sirish Bindal
Soma Debroy
Somenath Mitra
Srila Bhattacharya
Subhadip Ghosh
Sumak Basak
Sumita Bhattacharya
Swati Chakraborty

Various Working Committees

Barnali Chatterjee
Chanchal Kumar Ghosh
Debabrata Chowdhury
Jona Jha
Kaustav Pal
Milan Barui
Nilanjan Mukherjee
Poulomi Das
Prasenjit Das
Rajib Maitra
Sahana Banerjee
Sangrita Sarkar
Shatabdi Ghosh
Soma Debroy
Subhadip Ghosh
Suman Basak
Sumita Bhattacharya
Swati Chakraborty

সূচী পত্র

চলার পথে - ২	সুদীপ মজুমদার	৫
স্বপ্ন	গীতা দেবনাথ	৯
ছেলেবেলা	সোমনাথ বোস	৯
চুরি	রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়	১৩
বুদ্ধিজীবী	বিদিশা বোস	১৭
Soccer Family	Aarush Das	১৭
পার্বচরিত্র	অরুণাশিস সোম	২২
ঘেঁয়াও মঙ্গলকাব্য	জয়দীপ চক্রবর্তী	২২
Wild Dream	Sinjini Mitra	২৩
আনন্দ উৎসব	দেবজ্যোতি মুখার্জী	২৯
স্বামী বিবেকানন্দের মাতৃসাধনা ও বর্তমান সমাজ	স্বামী বেদস্বরূপানন্দ	৩৩
বার্কলে বেদান্ত মঠের গোড়ার কথা	টুলটুল মজুমদার	৩৬
ছোটবেলা	বিদিশা রায় চৌধুরী	৩৮
বিংশ শতকের High-Tech যুগে সারদা মায়ের প্রাসঙ্গিকতা	তন্দ্রা উপাধ্যায়	৪৩
গরমের ছুটি	ওজস্য মাচিরাজু	৪৬
বিদ্যাপীঠের তরুছায়া	শিব প্রসাদ চৌধুরী	৪৭



BayBasi Financial Results - 2021

Income		
Carry forward from last year	\$68,272.71	
Organization Membership Fee	\$1,500.00	
SF Member Donation	\$0.00	
Annual & AF Member Donation	\$25,294.24	
Matching Donation	\$30,862.75	
Contributions/Gifts/Grants/Donation	\$7,021.91	
Program Service Revenue	\$3,191.00	
Sale of Inventory	\$0.00	
Sale of Assets	\$0.00	
Fundraising	\$11,799.50	
Other Income (Schedule O)	\$1,350.14	
Total income	\$149,292.25	
Expense		
AF Expense		
Cultural		\$0.00
Decoration		\$1,075.72
Food		\$10,172.32
Puja		\$3,552.12
Rental		\$12,798.87
Labor		\$6,965.00
Printing/Publication/Postage/Shipping		\$1,279.99
Misc		\$131.82
Total		\$35,975.84
Diwali Expense		
Cultural		\$0.00
Decoration		\$0.00
Food		\$4,500.00
Puja		\$0.00
Rental		\$0.00
Labor		\$0.00
Printing/Publication/Postage/Shipping		\$0.00
Misc		\$0.00
Total		\$4,500.00
Other Expense		
Grants/Donation		\$22,002.10
Occupancy/Rent/Utilities/Maintenance		\$1,941.90
Professional		\$0.00
Printing/Publication/Postage/Shipping		\$133.30
Inventory Sale Expenses		\$0.00
Asset Sale Expenses		\$0.00
Fundraising Expenses		\$0.00
Misc Exp		\$1,303.40
Paypal Deduction		\$595.03
Total		\$25,975.73
Total Expense		\$66,451.57
Income		Expense
Summary	\$149,292.25	\$66,451.57

Balance

As of 01-Jan-2022

\$82,840.68

চলার পথে - ২

সুদীপ মজুমদার

আমার অসাধারণ সৌভাগ্য হয়েছিল ২০১২ সালে পণ্ডিত যশরাজের সঙ্গে ১ দিন পুরো কাটানো - এসেছিলেন স্বামীজীর ১৫০ তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে, এইরকম শিল্পী মানুষের সংস্পর্শ পাওয়া আমার জীবনে একটা অসম্ভব ভালো স্মৃতি - এখানকার De Anza University র অডিটোরিয়ামে ওনার অনুষ্ঠান ছিল, সঙ্গতে ছিলেন পণ্ডিত স্বপন চৌধুরী - অনুষ্ঠান শেষ হবার কথা ৭-৩০ তে কাঁটায় কাঁটায় - উনি গেয়ে চলছেন সরস্বতী বন্দনা - ৭৩০-৮-৮৩০ হয়ে গেলো, সবাই মন্ত্রমুগ্ধ, দর্শকের (২২৫০) মধ্যে অন্তত ৪০% ভারতীয় বংশোদ্ভূত নয় , চ্যান্সেলর নেপোলিতানো যিনি ওবামা সরকারের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ছিলেন তিনিও ছিলেন দর্শকের মধ্যে - লিজেন্ডারি মার্কিন ডিসিপ্লিন (৭-৩০ র মধ্যে সব আউট ৮ টার মধ্যে অডিটোরিয়াম খালি হ্যান্ডওভার নয়তো \$২৫০০ পেনাল্টি প্রতি ঘন্টায় এইসব sign করতে হয়েছিল) সব কোথায় ☺ লোকে জাস্ট মন্ত্রমুগ্ধ!

নেপোলিতানো বললেন “my university is blessed today - Apologize for the extension but I guess one day dinner can easily be compromised and frankly a very small bargain for this heavenly performance” - otherwise a very tough lady, she was literally choking with emotion and tears started rolling down. Security guard সমেত খুব কম দর্শকের চোখ শুকনো ছিল - Never seen something like this! আর বিদেশ জীবনে যেটা কোনো দিন আর দেখবো বলে মনে হয় না , ফুড ষ্টল গুলো ফ্রি ফুড দিয়েছিলো - স্বামীজীর অদৃশ্য শক্তি আর ওঁনাদের আশীর্বাদধন্য পন্ডিত যশরাজের devotion ওই দিন যা মুহূর্ত তৈরি করেছিল De Anza Auditorium এ , সেই টা আমার জীবনের অন্যতম সেরা স্মৃতি ।

তারপর ওনাকে স্টেজ থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া - কোনো ক্লান্তি নেই সাড়ে তিন ঘন্টা র পারফরমেন্স এর পরে - লোকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দুই ধারে তখন ঘড়ির কাঁটা সাড়ে এগারো - জানলা হুড সব খোলা আর উনি হাসি মুখে হাত নাড়ছেন, বলছেন বেটা ধীরে চালাও ইতনে লোগ তো ওউর কুছ নেহি মাংতা , ৫০০ মিটার পথ গেট থেকে মেন রাস্তায় লাগলো প্রায় ৩০ ‘মিনিট - নিরামিষাশী শুধু আধকাপ দুধ। আমরা সবাই tired কিন্তু ওনার কোনো ক্লান্তি নেই! অনেক কথা ওনার অনুভূতি র কথা অভিজ্ঞতা র কথা বিভিন্ন শিল্পীদের কথা বলছিলেন , গোপ্সে গিলছিলাম , (একটাই দুঃখ বা অতৃপ্তি কুরে কুরে খাচ্ছিলো যে হিন্দি তে ওনার মতো মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ক্ষমতা আমার কম , ভালোই হয়েছিল বেশী কথা বলি তো আমি. জানতাম ভালো বাংলা বুঝতে পারেন কিন্তু অন্যরা ওনার সঙ্গে হিন্দি তেই কথা বলছিলেন)

আর তাই , ওনাকে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম সংগীতের কোনো ভাষা হয় না , মহান শিল্পী দের কোনো দেশ হয় না - ১২০ কোটি দেশের লোকে একজনই পন্ডিত যশরাজ , ধন্য জীবন ॥



Baybasi Youth Initiative - Prerana Audio Library

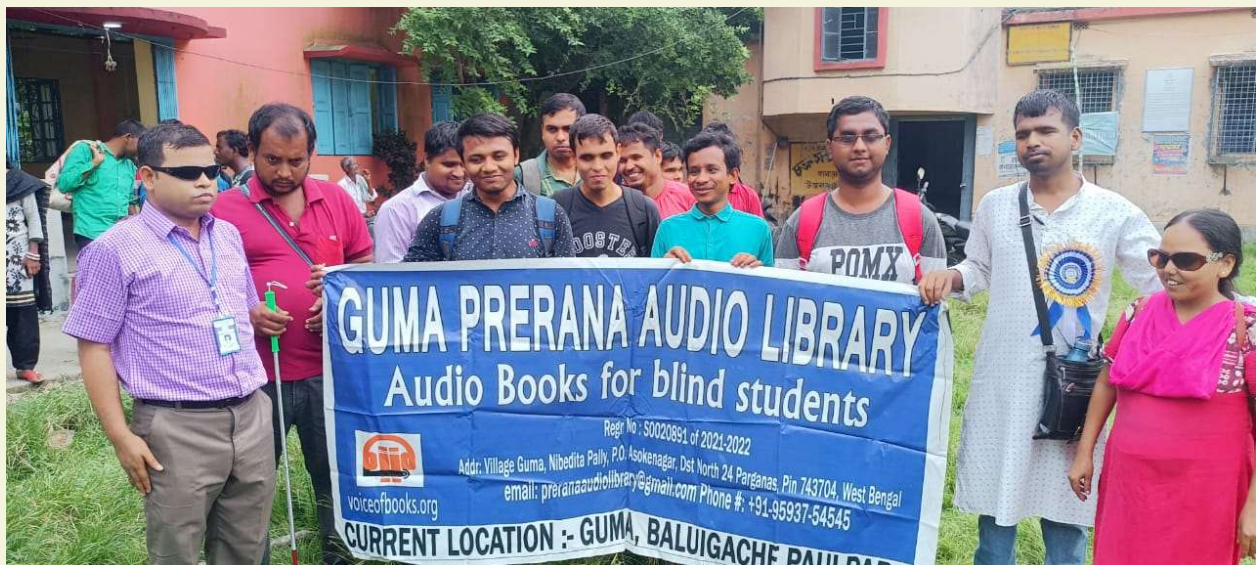


In 2016, at the very beginning of Baybasi Youth Initiative's (BYI) journey, we worked with Sankara Eye Foundation to support their "**Mission for Vision**" program which was eradicating curable blindness from India. BYI have done many kinds of projects since then.

In 2022, BYI was fortunate to take part in a different "Gift of Vision" initiative - Creating Audio Books for visually impaired students. At the beginning of the year, we were able to create 4 audio books that are not available in Braille. The set consisted of a book for Competitive Exam, two Political Science Honors books and one 10th grade book (**Shohayika**). BYI is committed to support creation of more books (around 5000 pages in total) by year 2022.

Audio Books will pave the path for our aspiring blind friends and will make education available to all levels of students - from middle school to competitive exam takers. Our goal is to enrich the library with a wide array of books and make education available, affordable and accessible for one and for all.

Join Us | Donate to BYI | Buy Tickets for Chandrabindoo evening



Relive your nostalgia with

Chandrabindoo

welcomed by LOCAL band



For our
Visually Impaired
FRIENDS



VISION by SOUND – A Path to SUCCESS

create
**200 AUDIO
BOOKS**

to Empower through
education



Join us on

October 15th

5:30 PM

at

**Bayside Performing
Arts Center
San Mateo**

Get your tickets now at

www.baybasi.us

Support
Prerana
Audio Library,
Guma, West Bengal



A Night to remember – Music for a Cause



In Partnership with



Artist **Marsha Barui**



Artist **Arnab Sahoo (2nd Grade)**

স্বপ্ন গীতা দেবনাথ

হাঁটছি গটগটিয়ে
যাব অনেক দূর
মনটা আজ ফুরফুরে
গলায় ওঠে সুর ।

শরতের আকাশে ফোটে
নানা রকম ছবি
কখনো বা পাহাড় দেখি
মেঘের মাঝে কবি
কখনো মেঘের আড়ে
সোনা ছড়ায় রবি ।

দেখি আমি মুগ্ধ চোখে
হাওয়া মেখে গায়
হঠাৎ হঠাৎ নামে জল
ভিজিয়ে দিয়ে যায় ।

শরতের আকাশ বৃষ্টি
মেতে ওঠে খেলায়
পবন দেব আসে বৃষ্টি
সাদা মেঘের ভেলায় ।

মনটা আমার ভরে ওঠে
খুশির জোয়ারে
যেথা খুশি সেথা যাব
দেখব ঘুরে ঘুরে ।
সন্ধ্যা বেলার শিউলি
সকালে যায় ঝরে
গন্ধ তার মাখব গায়ে
মন প্রাণ ভরে ।

ফিরতে চায় না আর মন
ঘরের চার দেয়ালে
তাইতো আমি ঘুরে বেড়াই
মনের খেলায় ।

পূজো পূজো গন্ধ ওঠে
বাজে ঢাকির ঢাক
উদাসী মন হটাৎ আবার
শোনে ঘরের ডাক ।

বাইরের টানে ঘর ছাড়ি
মনে ভাল লাগার গান
ফিরতে হবে স্বজন মাঝে
ছেড়ে বাইরের টান ।

হটাৎ জেগে খুঁজি আমি
কোথায় আমার লার্লি
হাঁটতে আমি পারিনাতো
স্বপ্ন দেখাই মাটি ॥

ছেলেবেলা সোমনাথ বোস

সেই সেকালের সন্ধ্যাবেলায় আলো এলে কমে,
টিমটিমে এক তেলের আলোয় পড়া উঠত জমে।

আলো-আঁধারির লুকোচুরি চলত ঘরের কোনে
দাওয়ায় তখন চিঁড়ে ভাজা খুশির উঁকি মনে।

জোৎস্না ধোওয়া মেঘের মূলুক আকাশ দেশের পানে,
আলতো হাওয়ার সুরের ছোঁওয়া উঠত বাঁশের বনে।

জোনাক জ্বলা লক্ষ মানিক জ্বলত ঝোপের থানে,
মায়ের বকা, ছক্কা-লুডো মনের ঐক্যতানে।

Artist **Portia Das** (age 6)



Artist Archit Pal



Artist Arnab Sahoo (2nd Grade)



Artist Portia Das (age 6)

চুরি

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায় – চিত্রশিল্পী

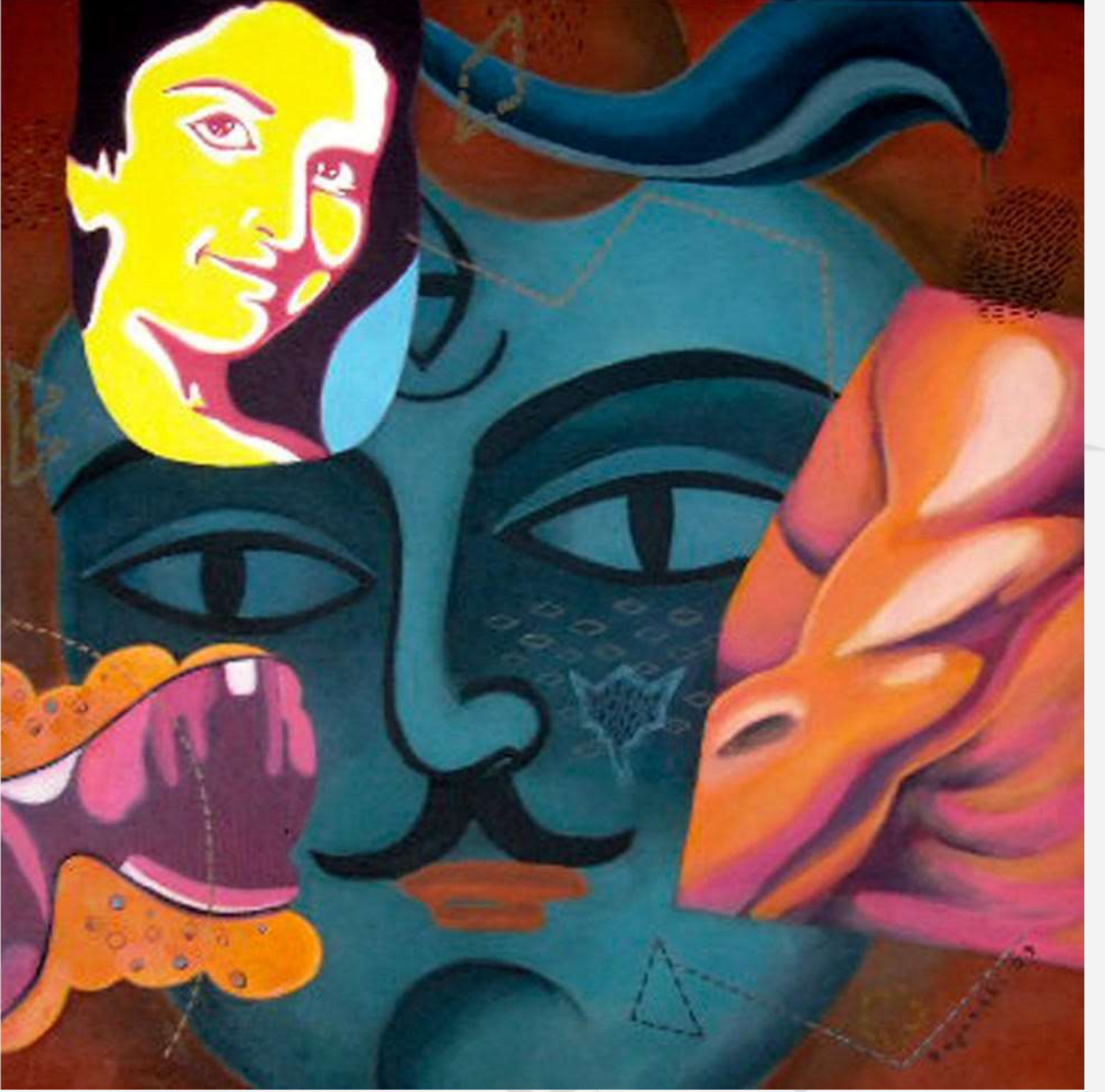
নতুন ক্ল্যাট বাড়িটায় ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে। আসলে ক্ল্যাট টা নতুন হলেও যে পুরোনো বাড়িটা ভেঙ্গেই ক্ল্যাট হয়েছে নিচের তলায় অনেকগুলো এক কামরার ঘরে ভাড়াটিয়ারা থাকতো, নিজেদের মধ্যে নানাবিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো। নতুন ক্ল্যাট বাড়িতে প্রমোটার খুপরি খুপরি ঘর করে দিয়েছে। নতুন স্থায়ী জায়গা পেলেও পুরোনো বিবাদগুলো ভুলতে পারে না। মাঝে মাঝেই ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি মতোই পুরোনো বিবাদগুলো জেগে ওঠে। যারা পয়সা দিয়ে কিনেছে, এটা তাদের একটা বিরক্তিকর বড় কারণ। অর্ধ পাশেই থাকে ওদের নিজের বাড়িতে। মাঝে মাঝেই ঝগড়ার আওয়াজ ভেসে আসে। প্রথম প্রথম আমল দিলেও এখন আর আমল দেয় না, অভ্যস্ত সহ্য হয়ে গেছে। সেদিন হঠাৎ খুব চাঁচামেচির আওয়াজ প্রথমে অর্ধ পাতা না দিলেও হঠাৎ বাচ্চাছেলের কান্নার আওয়াজ অদ্ভুত লাগে। জানলা দিয়ে দেখে একটা বছর চোদ্দ-পনেরোর ছেলে তার সাথে একটা ছয়-সাত বছরের বাচ্চা ছেলে নিয়ে যাচ্ছে আর সে ভীষন কাঁদছে। কিহলো! এরকম তো হয় না। বাড়ি থেকে বেড়িয়ে জিজ্ঞেস করতেই দেখল রিটার্ড তনয়দা দাঁড়িয়ে আছে। কিহলো তনয়দা? আর বলা না, পূজো এলেই সব ভিন দেশ থেকে অচেনা লোক আসবে আর চুরি করবে। এটা পূজোর আগে হবেই। দুটো বাচ্চা ছেলে পুরোনো ভাড়াটের নতুন ক্ল্যাটের ঘরে ঢুকে কণা দের মোবাইল আর বটুয়া চুরি করতে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময়েই ধরে ফেলেছে। খুব মার দিয়েছে তাই ছোটোটা কাঁদছে। শিউলির মা করেছে কি একটা ছোটো বাঁশের টুকরো দিয়ে বাচ্চাটাকে মেরেছে। অর্ধ বলে এ বাবা সেকি! পাড়ায় জটলা মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ বলছে ঠিক হয়েছে, কেউ বলছে থানায় দেওয়া উচিত ছিল। খুব অবস্থাপণ্য বাড়ির বউ উনি আবার স্কুল টিচার দোতালার বারান্দা থেকে বললেন, ঠিক করেছে, মেরেছে। এরা সঙ্গে একটা বাচ্চা রাখে ঢাল হিসাবে। ছোটো থেকে শিক্ষা না দিলে বড় হয়ে আরও বড় অপরাধী হয়ে উঠবে। অর্ধ অবাক হয়ে যায় শিক্ষিত মহিলার কথা শুনে। ওইটুকু ছয় বছরের বাচ্চা তাকে ছোটো বাঁশ দিয়ে মেরেছে। ছিঃ ছিঃ! যদি মরে যেত কি হতো? বেশীর ভাগ মানুষই সমবেদনা দেখাচ্ছে না। হঠাৎ সেখানে বয়স্ক জমাদারনি (সুইপার) যে পাড়ায় পাড়ায় বাথরুম পরিষ্কার করে বেড়ায় সে হাজির সেখানে। কেউ মানবিক হচ্ছে না হঠাৎ করে সে বলে, ওইটুকু বাচ্চাকে মারলে। ওর পেটে ভাত আছে কিনা কেউ দেখলো না। কেন চুরি করেছে কেউ দেখলো না। অর্ধ হতবাক নিরঙ্কর জমাদারনির মানবিকতায়। অথচ শিক্ষিতরা কেউ একথা বললো না। অর্ধ মনেমনে ভাবতে থাকে কে শিক্ষিত, চেতনাসম্পন্ন? আর কাদের আমরা অশিক্ষিত বলি.....?



Rajarshi Chattopadhyay is a contemporary fine artist, writer, sculptor, storyteller and poet in print as well as the web. He is pass out of Government College of Art and Craft, Kolkata, in the year 1996. Rajarshi lives in Uttarpara, Hooghly.

He recently participated in the International show in Mithila Jyin Art Gallery, Kathmandu, Nepal, July 2022, supported by G. P. Koirala Foundation.

His arts has been published in many renowned Bengali magazines in India and abroad.



আমাদের দেশের এটি একটি মিশ্র সমাজের ছবি যেখানে আধুনিক ও সনাতন সমাজ পাশাপাশি অবস্থান করছে ।

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায় (Globalisation/Acrylic on canvas)



বর্তমান দেশের আধুনিক মিশ্র সমাজের ছবি যেখানে নবজাগরণের স্রষ্টা রাম মোহন রায়ের চেতনাও আছে আবার শিব ও আছে তার সাথে সাম্প্রতিক জিম করা পুরুষ ও আছে। সব মিলিয়ে একটা মিশ্র সহবস্থান র ছবি সমাজে দেখা যায়।

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

Waterfall by Ujaan Mitra Tripathi



বুদ্ধিজীবী বিদিশা বোস

এসো শব্দ নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলি ।
অস্ত্র ধরতে আমাদের যে ভয় ।
যদি রক্তক্ষরণ হয় !
তাই নিরাপদ পথে চলি ।

হতে যদি দেখি কোনো ভুল,
পালাবার খুঁজে ফিরি কুল ।
তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চলি,
তুলে নিতে কাগজ আর কালি ।

শব্দেরা তাড়া করে ফেরে,
সরীসৃপের গ্লানিটুকু ঝেড়ে,
তুমি আমি নেমে পড়ি রণে,
মেরুদন্ড ফিরে আসে মনে ।

তুমি কী জানো-
কাকে বলে সন্মুখসমর ?
রক্তক্ষরণে নেই কোনো হানি ?
যে দিন পেয়ে যাবে উত্তর,
বুঝবে আমরাও মেরুদন্ডী প্রাণী ।

Soccer Family Aarush Das, Grade 4

Playing was fun, under the beautiful sun

The grass was green
It was the most beautiful ground; I have ever seen

Dressed in our gear, we had no fear
Kicking and running, the ball was rolling
No wonder, that is how we were playing

Forgot my study, forgot my book
My dad was angry and gave me a look

Then I scored a goal,
Oh boy – It was pure joy to my soul

I looked at the fence, someone lost his sense
Jumping in joy, waving his hands
My dad shouted well done my boy!!!

Under the beautiful sun, we all had fun,
My mind was free, under the shade of a big tree.



Rosalind Chin

Global Luxury Specialist |
CalRE #01362734

M: 650.245.2378

E: rosalind.chin@cbnorcal.com |
www.rosalindchin.com

4115 Blackhawk Plaza Circle #201 | Danville,
CA 94506



**COLDWELL
BANKER**

Moonlit Night by Ujaan Mitra Tripathi





Sunset Mojave Desert by Sayanti Debnath



Sunset Lavender Fields by Sayanti Debnath



পার্শ্বচরিত্র

অরুণাশিস সোম

ঘেঁয়াও মঙ্গলকাব্য

জয়দীপ চক্রবর্তী

তোমায় বাসে না ভালো, তার জেনো প্রেমিকও আছে,
তোমাকে ফেরালো সে বিকেলেই গল্পের ছলে,

অন্ত্যমিলই ছিল কবিতার এ শহরের কাছে,
শুনতে পায়নি কেউ ভিড় ঠাসা বিদায় কোলাহলে !

পাশেই রয়েছে যারা, অবহেলা করো খুব তাদের?
তাকে যে পাওনি আজও, তাই নিয়ে কেঁদে যাও রাতে?

চূড়ান্তে উঠতে গিয়ে বন্ধুই হয়ে গেলে খাদের,
মানুষ দেয়ালপ্রেমী, না ঘেষে পারে না দাঁড়াতে !

আঘাত সেরেছে তবু কাটা দাগ ফুটে ওঠে দেহে,
পার্শ্বচরিত্র ভেবে তোমাকেই ঠেলে দিলো দূরে,

যেটুকু ভরসা ছিল প্রতি বার কথাদের স্নেহে,
দূষণে ভূষিত হয়ে সবটাই ভীষণই শহরে !

একলা থাকাই যেন ইদানীং সয়ে গেছে মনে,
পার্শ্বকবিহীন তুমি লিখে গেছো স্বপ্নেরই দেনা,

ওরা তো ভালোই আছে, খবর নিয়েছো গোপনে,
মানুষ ঈর্ষাকাতর, কারও সুখে হাসতে পারে না !

যেসব শিক্ষা রোজই সময়ের স্রোত থেকে শেখা,
সাহসে কুলোলে তারা শেষে ঠিক কাঁধটুকু পাবে,

এটাও নিয়তি তবে, ঝাপসা হয়েছে আয়ুরেখা,
তোমার হবে না সে, তুমি তাও ভালবেসে যাবে !

মাসের শেষে গরীবের টানাটানির সংসারে
গিন্নী ক্ষেপে উঠল দিয়ে হালুম ঝংকারে
“বোধ বুদ্ধি কি একেবারে দিয়েছ বিসর্জন?
চোখের সামনে ছানাগুলো গেল হয়ে ভেগান!
জানো কি দু সপ্তাহ ধরে ওরা খায়নি কোনো মিট
ডোন্ট টেল ইট ইস ইনক্লেশন, দ্যাটস বুলশিট।”

শুনে পারল না আর মাথা রাখতে স্থির
ঝাঁপ দিল সে মাতলার জলে অতল গভীর
“ওপারেতে দেখেছিলেম ঘুরছে অনেক হাঙ্গা
ধরে একটাকে গিন্নীর মুখে জবাব দেব লম্বা!
তিন মাইল সাঁতার দিয়ে পাড়ে উঠে দেখি
কোথায় এলাম, চারিদিক যে ফাঁকা, একি!!
ভেবেছিলেম একটা নধর গরু ধরে নেব জেল্লা
ওমা! এতো লুপ্তি পরা লোকে করছে হই হল্লা!!”

ওদিকে ব্রেকিং নিউস.. গিন্নী দেওয়ালে ঠোকে মাথা
“কেন যে ওকে দিলাম গঞ্জনা?”.. হৃদয়ে তীর ব্যথা!
গিন্নী কাঁদে, “ওগো পড়শীরা, আমি খাব বিষ।”
পড়শীরা বলে, “হি উড বি ফাইন, সো নো ওরিস..”

“গঁরররর ঘাঁও ঘাঁআআক ঘাঁআআক হলুম হালুম
ইন্সটা, ফেবু হোয়ার জমানায় ভয় দেখাতে না পারলুম!
দশ বিশ ভাবি বসে, ঠাস করে লাগে পাছায় কি একটা
মাথা করে ঝিমঝিম, পারছি যে না রাখতে খুলে চোখটা
করেছি ঝগড়া দিনরাত ওগো বিন্দুবাসিনী,
পারবেনা বলতে কিন্তু তোমায় ভাল বাসিনি!
করেছি তিনটে পলিসি ফর ওয়ান মিলিয়ন ডলারস
সুখে থেকো বিন্দু উইথ রন্টা ঝন্টা অ্যান্ড আদার্স”

ওদিকে বনবিবি থানে গিয়ে মাথা ঠোকে বাঘিনী
“চেয়েছি তোমায় শুধু, ওগো, আর কিছু চাইনি।”

কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে জেগে ওঠেন বনবিবি
আবার ব্রেকিং নিউস- “চেক হচ্ছে সুগার ও বিপি
পাবেন উনি ছাড়া শিল্লির!” বিন্দুর মুখে হাসি কুলকুল
রন্টা ঝন্টা আর পড়শীদের সামনে বিন্দু করে কবুল:
“করব না কক্ষনো আর টেচামেটি, লাভ ইউ মাই জান
ফিরে এসো, উই আর ওয়েটিং ইগারলি অ্যাট সুন্দরবন।”

Wild Dream

Sinjini Mitra

I woke up and could not believe my eyes!

I saw Penguins, Snow Bunnies, Snow owls, and even a few Polar Bears. There was lot of snow. The shiny snow looked pure white. I was freezing cold since I did not have any jacket. Suddenly, I turned around and I saw ginormous bats. I tried to run away, but the bats started chasing me. I went in a zigzag direction, so the bats would have a hard time chasing me. The bats chased me until I jump into a bush. I tried to get up, but I fell again because I was in the water.

I realized that I was in a rain forest.

It was gorgeous. I saw many beautiful, and colorful birds, and even a few creepy snakes with large fangs. There were lot of trees and some of them had fruits, so I plucked a mango from a mango tree to eat. I was almost going to eat the mango, suddenly, a hand reached out to me and snatched the mango out of my hand. I realized it was a monkey and in a blink of eyes hundred of monkeys came down from the tree and started laughing at me and then they went back to the tree.

I stayed in the rainforest for one day. I was getting tired and slept under a tree. I woke up with a surprise, an anaconda was chasing me. I ran as fast as I could until I jumped out of the bush and trapped the anaconda. Then the bats came back again. They chased me for few hours until I stopped to catch some breath. Then the bat caught me and dropped me off in an ice palace.

The ice queen demanded me to go to south and give her a brave wolf. I followed the ice queen's directions and went to the south. Finally, I found a wolf that seemed brave, but suddenly the whole pack started chasing me. I ran as fast as I could until I saw a portal. I put the wolf down and jumped into the portal. I fell in a lot of sand.

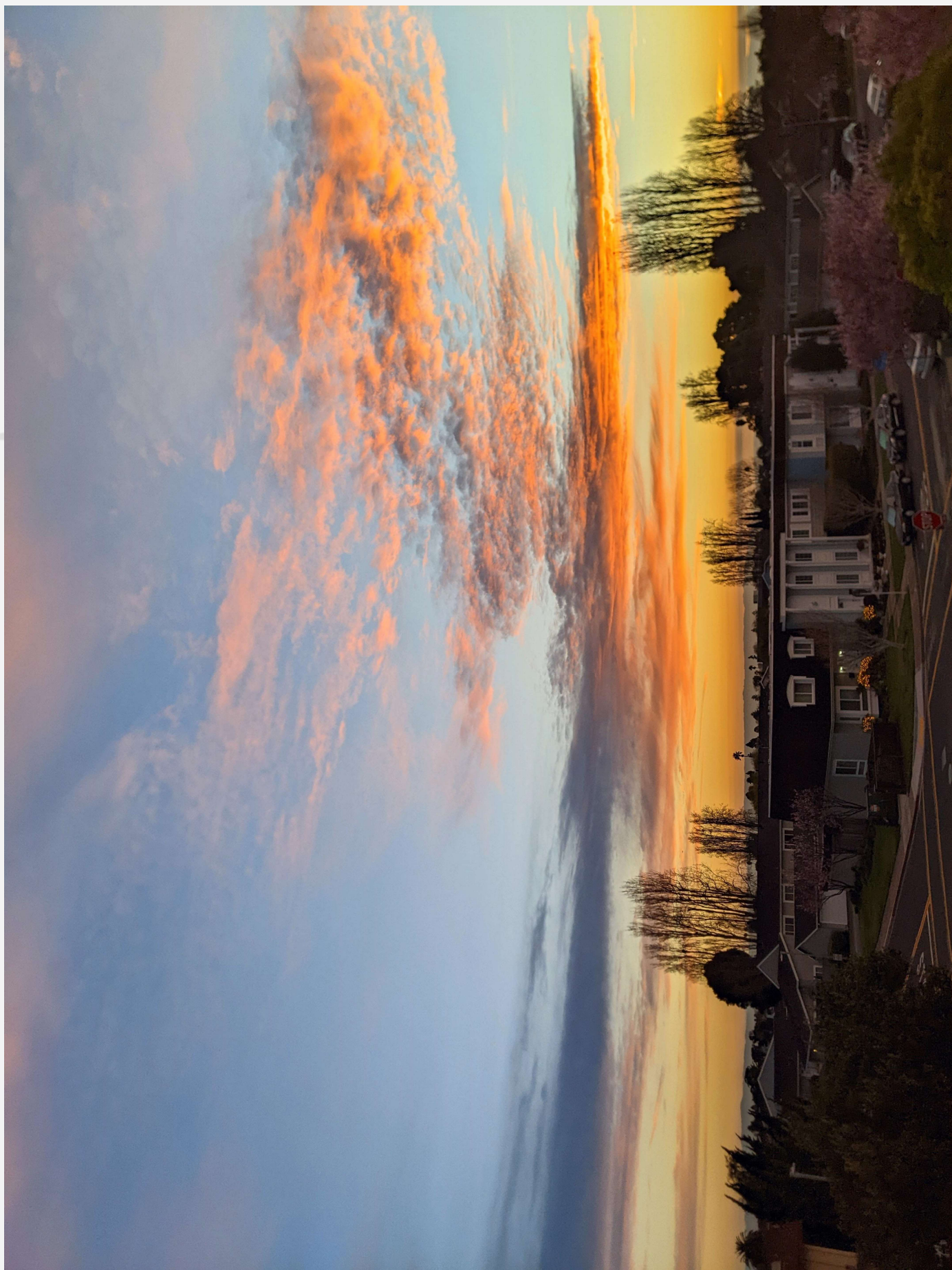
After a while, I realized that I was in Egypt. After one hour looking and walking around there, I found a pyramid. I decided to sneak into the pyramid. But suddenly all the mummies came to alive and started chasing me. then I saw another portal. I jumped over a short mummy and then went into the portal. I suddenly woke up with a wolf, monkeys, the ice queen tiara and even mummies wrapping on me.

I got shocked ...
and woke up ...
and realized ...
that it was a dream, ...

a very wild dream!.



Bay Area Sky by Sumit Pattanayak



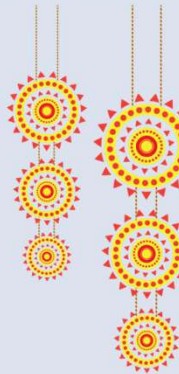
Raksha Bandhan by Aarush Das. Grade 4



Happy Durga Puja

**RUMANA JABEEN
& ASSOCIATES**

Aspire Higher



My success in real estate is tied to my clients' success. I would love your business and referrals. Let me do a great job for you and our community!



Rumana Jabeen

For All Your Real Estate Needs

650-743-4503

www.RumanaJabeen.com

rumana@rumanajabeen.com

DRE # 01296366

KELLERWILLIAMS
Luxury
INTERNATIONAL



Artist **Mrinalini Basu**



Artist **Mrinalini Basu**



We are open in
Fremont

Anvi couture

Ethnic clothing store

Insta: anvicouture_official_
facebook: AnvicoutureusabyPranati

Ph 5109469448

আনন্দ উৎসব

দেবজ্যোতি মুখার্জী (বয়স - ৮১)

দুর্গা পূজা শব্দটা লিখলেই মনে পড়ে যায় আমার মায়ের কথা। আমার মায়ের মুখেই শুনেছি তিন মামার পরে আমার মায়ের জন্ম হয়। আমার দাদু আদর করে মায়ের নাম রেখেছিলেন দুর্গা। আর সেই থেকেই মামার বাড়িতে দুর্গা শুরু হলো। আমার দাদু ছিলেন নদীয়ার কুষ্টিয়া (বর্তমান এ বাংলাদেশ) নামকরা ব্যারিস্টার। মামার বাড়ির সেই দুর্গা পূজা আবছা মনে আছে। মনে পড়ে এই পূজোর দিন এ অনেক ভাই বোন এর মাঝে যখন কাজ এর জ্বালায় অস্থির, মা বলতেন "মা বাবা নাম রেখেছেন দুর্গা - আমি কিন্তু দশভুজা নই।" সেই কুষ্টিয়া থেকে শুরু করে ভাগ্যের কল্যাণে দেশে বিদেশে অনেক জায়গায় দুর্গাপূজা দেখেছি, দেখছি। দুই মেয়ের কল্যাণে ২০০১ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছর এই দেশে আসা হয়। কলকাতার বাসা আর দুই মেয়ের বাড়ি মিলিয়ে পরিয়ানী পাখির মতো জীবন। তাই কিছু অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছি আজ।

যেমন মনে পড়ছে প্রথম এসেছিলাম নিউজার্সি তে। বেশ দূরে কোনো জায়গায় পূজো দেখে ফিরছি। বড় মেয়ে গাড়ি চালাচ্ছে, পাশে ওর মা, পিছনে আমি। একই রাস্তায় বার বার যাচ্ছে দেখে বুঝলাম পথ হারিয়েছে। জিপিএস অনেকক্ষণ চেষ্টা করে যখন দেহ রাখলো - তখন আর উপায় না দেখে শেষে গাড়ি থামানো হলো সম্পূর্ণ অজানা এক রাস্তায় অচেনা একজনের বাড়ির সামনে। বাড়ির থেকে একজন মধ্য বয়স্ক মহিলা বেরিয়ে এসে, মেয়ের কাছে সব শুনে নিজের গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে আমাদের ফ্রি ওয়ে অবধি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আমার মনে পরে গেলো এই মেয়েই বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতায় হারিয়ে গেছিলো। বৌবাজার এ না থেমে বাস সোজা নিয়ে থামিয়েছিলো বড়বাজার। সেখানে নেমে, ভিড়ে মেয়ের কাঁদো কাঁদো অবস্থা - শেষে এক ভদ্রলোক নিজে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন। এমন পরোপকারী মানুষ আছেন বলেই জগৎ সংসার এতো সুন্দর।

তখন আমরা শিকাগো তে। মেয়ের ছোট ছেলে সদ্য হাসপাতাল থেকে এসে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। পূজো দেখা সেবার আমাদের আর হয়নি। ১১১ কল করতেই এসে পড়লো বাহিনী। তারা এসে নানা ভাবে ছেলে কে পরীক্ষা করে আমাদের নিশ্চিন্ত করলো। বেশ কিছু বছর হলো কলকাতায় চালু হয়েছে "প্রণামী" একটি সঙনস্থা। শুনতে পাই - কলকাতায় এখন বয়স্ক কেউ কোনো অসুবিধেয় / বিপদকালীন তৎপরতা জাতীয় হঠাৎ কোনো অসুস্থতা হলে এরা ডাক্তার নিয়ে আসেন। কিছু কিছু জায়গায় প্রণামী থেকে জন্মদিন এর শুভেচ্ছা বার্তা ও আসে। আসলে মানুষের ভালো করা এবং ভালো রাখার ইচ্ছে টাই আসল।

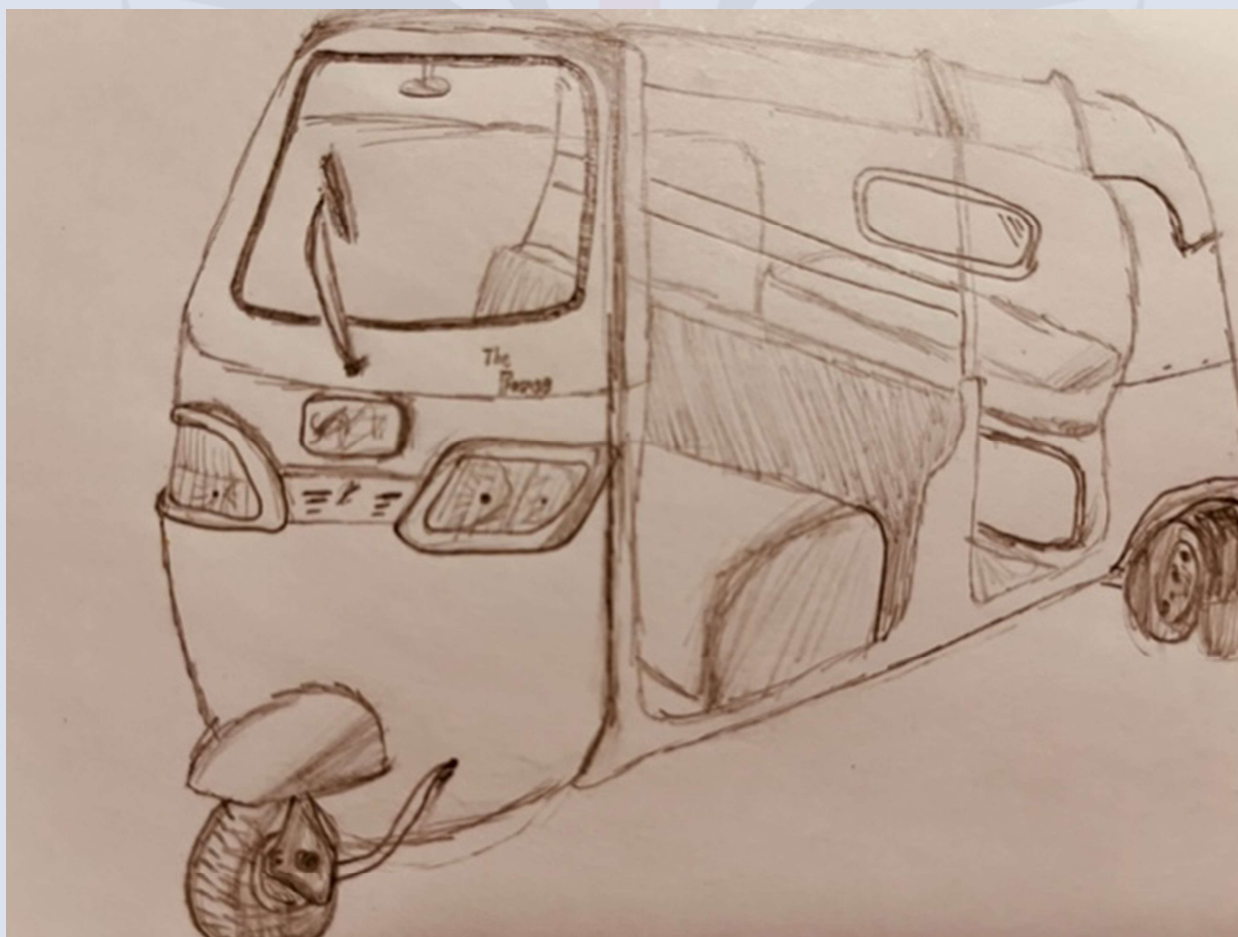
সব শেষে আসা যাক এই ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট এ - জল যেখানে পাহাড় কে ঘিরে সোহাগ করে রাখে। এইখানে আমরা আছি ফুস্টার সিটি তে - এখানকার মনোরম লেক, ফুলের সমারোহ - বারবার মনে করিয়ে দেয় দেশের কাশ্মীর এর ডাল লেক এর কথা। এখানে দেখেছি ৪-ঠা জুলাই তে এই শহর টা একটা উৎসব এর চেহারা নেয়। আমাদের দুর্গা পূজো তে যেমন সবাই সব ভুলে উৎসব এ মেতে ওঠে, এখানেও - আনন্দ, খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা মেতে ওঠে এই শহর ওই দিন। কবি গুরুর সেই কথা মনে পড়ে যায় - "নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান"।

ফুস্টার সিটি তেও কিছু বছর ধরে দুর্গা পূজো দেখছি। জীবন এর প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যে কত যত্ন সহকারে সমস্ত আয়োজন। বাচ্চাদের নিয়ে ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে কলকাতার নামী আর্টিস্ট - সবই থাকে। এই দেশের বেশির ভাগ পূজোয় সমস্ত নিয়ম কানন পালন করে দুদিন এর মধ্যে পূজো সমাপ্তি। অনাবিল আনন্দে কেটে যায় দুটো দিন। দেশে হয়তো তখন নবমী চলছে - তবু পূজো এখানে শেষ হয়ে গেলে মন ভার হয়ে আসে - তাই মনে হয় - এই উৎসব আয়োজন আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার নাম এ দুর্গা পূজো।

Artist **Mrinalini Basu**

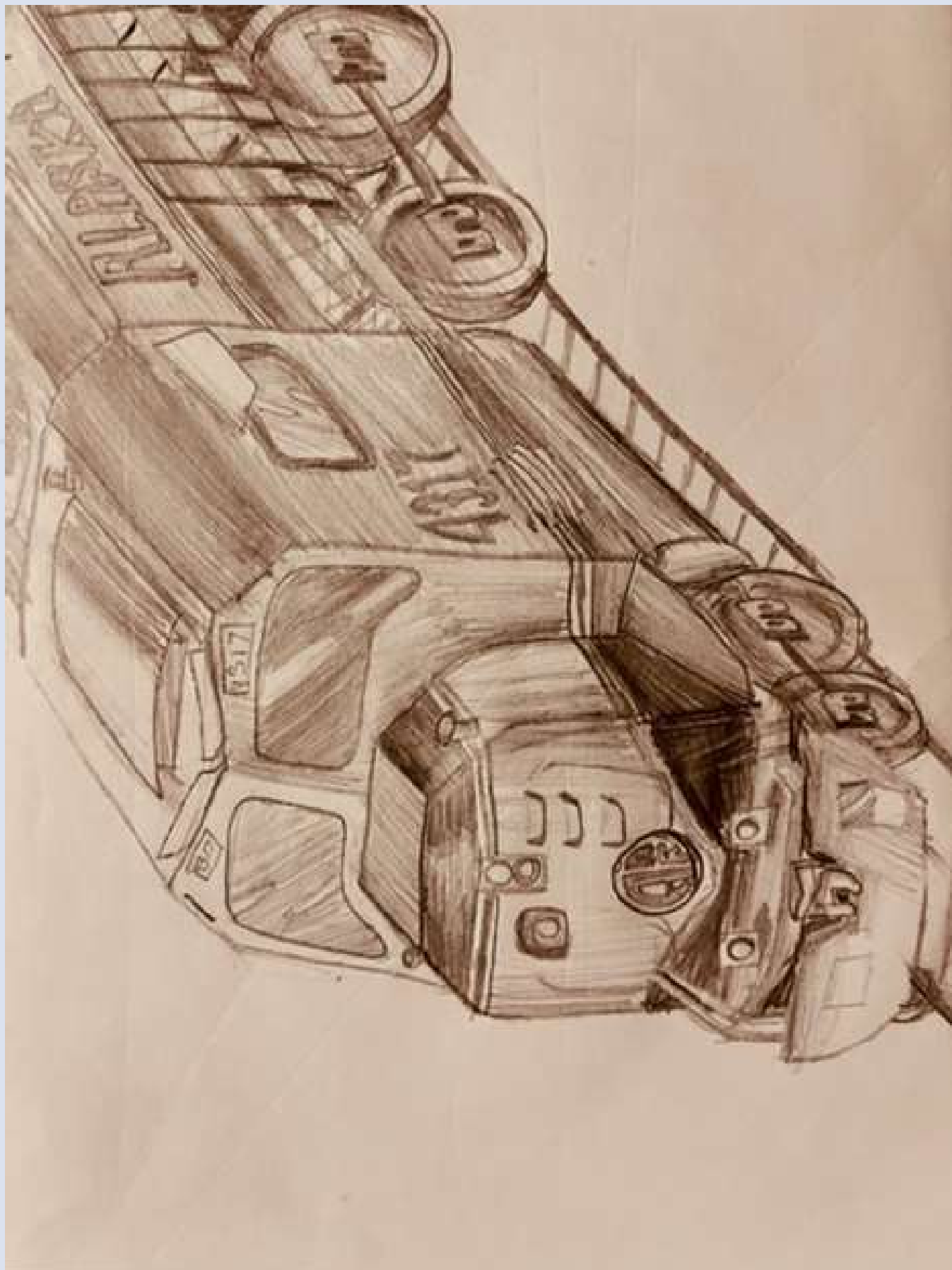


Artist **Ayman Ahmed Khan**



Artist **Ayman Ahmed Khan**

Artist **Ayman Ahmed Khan**



স্বামী বিবেকানন্দের মাতৃসাধনা ও বর্তমান সমাজ

স্বামী বেদস্বরূপানন্দ

একটি সুন্দর শ্লোকে বলা হচ্ছে : “অতোহপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারতভূতলে। সঞ্চেতুং সুমহং পুণ্যমক্ষয়মমলং শুভমা।” (-- এই হেতু দেবতারাও অক্ষয়, অকলঙ্কিত সুমহং সঞ্চিত শুভ পুণ্যফলে ভারত ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণের ইচ্ছা করেন।)

এই শ্লোকটি পাঠ করলে গর্ববোধ করি ভারতে জন্মেছি বলেই। আমরা ধন্য, এমন মনে হয়। কত মহামানবের জন্মদাত্রী, কত বৈশিষ্ট্যে যে ভারতবর্ষ মহান, তার ইয়ত্তা করবে কে?

সুপ্রসিদ্ধ লেখক মার্ক টোয়েনের ভাষায়: “India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, grandmother of legend and great grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive materials in the history of men are treasured up in India only.”

যে কোনো দেশের জাতির এক একটা সময় আসে যাকে বলে স্বর্ণযুগ। আবার এক সময় আসে যখন নানা বিপর্যয়ে সেই দেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে জাতি মহাবিদ্রাব্তির মধ্যে পড়ে।

তখন বিস্মৃতির গহ্বর থেকে তাদের তুলে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে কোনো মহাশক্তিদর মহাপুরুষের প্রয়োজন হয়। সেই মহাপুরুষকে তা আবিষ্কার করতে হয় জাতির প্রাণশক্তিটি লুকিয়ে আছে কোথায়, অধঃপতনের কারণ কী, তার উত্থানের উপায় কী। প্রত্যেক জাতির, দেশের এক একটি সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও ভাব থাকে যা তার নিজস্ব। সেই ভাবকে অবলম্বন করেই সেই জাতিকে উঠতে হয়। ভারতীয় ঐতিহ্যেও তেমন একটি বিশেষ ভাব আছে।

দেখা যাক একটু পিছন ফিরে। নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দান সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতে প্রচলিত। উপনিষদের যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গী, প্রভৃতি, পরবর্তী কালে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি নারী স্বমহিমায় উজ্জ্বল ও চরিত্রগুণে মহিমসী। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে অহল্যাবাই, লক্ষ্মীবাই মীরাবাই প্রভৃতি মহিমসী নারীর মহিমা।

ভারতীয় নারী বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ, কখনো আদর্শ সহধর্মিণী হয়ে পাতিব্রত্য ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। কখনো ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন করে ব্রহ্মবাদিনী আবার কখনো মহিমান্বিত জননী।

তন্ত্রশাস্ত্রে দেখি আদ্যাশক্তিকে মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছে। যিনি বেদে পরব্রহ্ম, তিনিই তন্ত্রে পরাশক্তি, মাতৃরূপ পরমাপ্রকৃতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই আদ্যাশক্তি আরাধনা করেছেন। “কালিরূপিনী” মহামাতৃশক্তির উপাসনা করে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, এখানেই ক্ষান্ত হননি, মহাশক্তিকে জাগ্রত করে আজীবন মাতৃরূপে তাঁকে দেখে তাঁর সন্তান জ্ঞান করেছেন নিজেকে। এবং আশ্চর্য এই যে, মাতৃরূপা সেই মহাশক্তিকে দর্শন করেছেন তাঁর সহধর্মিণী সারদাদেবীর মধ্যে। পূজার বেদিতে বসিয়ে তাঁকে আরাধনা করেছেন মাতৃরূপে, যা এযুগে এক বিরলতম ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রথম অবতার যিনি স্ত্রীগুরু গ্রহণ করেছেন। সর্বতোভাবেই এই অবতার মাতৃভাবে সমুজ্জ্বল।

সুতরাং, প্রাচীন কাল থেকে ভারত সংস্কৃতিতে যে বিশেষ ভাবটি চর্চিত হয়েছে, বর্তমানযুগে শ্রীরামকৃষ্ণরূপী ঋষি তাকেই জাগরিত করেছেন যুগের প্রয়োজনে।

স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর পথ অনুসরণ করে তাঁর অনন্য ব্হ্মনিষ্ঠায় মাতৃভাবে অনুভব করেছেন যথার্থ শিষ্যের মতো।

যৌবনের প্রারম্ভেই নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মভাবে প্রভাবিত মন নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে আসেন। ক্রমে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধিত কালীকে মনে নেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ খুব আনন্দ করে বলছেন "ওই ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মা'কে মানত না, কাল মেনেছে।.... মন্দির থেকে এসে আমাকে বলল 'মার গান শিখিয়ে দাও।' 'মা স্বং হি তারা ' গানটি শিখিয়ে দিলাম। কাল সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েছে।"

সোৎসাহে হাসতে হাসতে বারবার বলছেন "নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে, না?" (লীলাপ্রসঙ্গ দ্বিতীয় ভাগ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ পৃ: ২২৫-২২৬)

আমাদের পছন্দের ভাবটি অন্য গ্রহণ করেছে দেখলে আনন্দ হয়, নরেন্দ্রনাথের "কালী"কে মানার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের এই আনন্দ কিন্তু নিছক সেই আনন্দ নয়। এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের পিছনে যে আদিশক্তি মহামাতৃশক্তি ক্রিয়াশীল, নরেন্দ্রনাথ সেই শক্তিকেই মেনেছেন। এটি একটি Intellectual Conviction বা বৌদ্ধিক প্রত্যয়মাত্র নয়। মাতৃরূপ মহাশক্তির প্রতি বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠায় এক আধ্যাত্মিক অনুভব।

সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে নরেন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেই সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের অত আনন্দ। নরেন্দ্রনাথও অনুভব করলেন "মা তাঁর মাথায় চেপেছেন", শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মা কালীর কাছে সমর্পণ করেছেন।

জগতের সার্বিক কল্যাণচিন্তায় মগ্ন বিবেকানন্দ মনে প্রাণে অনুভব করেছেন জগতের কল্যাণ নারীজাতিকে কল্যাণের উপরেই নির্ভর করছে। বুঝেছেন যে কোনো জাতির অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ, নারীজাতির অবমাননা। বলছেন "সমাজে কেবল পুরুষদের কল্যাণ আর নারীদের অবহেলা চলবে না, কারণ এক পক্ষ পক্ষী উড়তে পারে না"। (বাণী ও রচনা পৃ: ২৪৪) বলছেন "পাঁচশো পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে। পাঁচশো নারীর দ্বারা তা মাত্র কয়েক সপ্তাহেই সম্ভব"। (The Master As I Saw Him p. 260) শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন "ঈশ্বরদর্শন না হলে নারী যে কী বস্তু, বোঝা যায় না।"

ভারতবর্ষের নারীর আদর্শের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী সোজাসুজি বলেছেন : "ভারতীয় নারীর বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে মাতার আদর্শই শ্রেষ্ঠ।" ভারতে মা সব স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে সব থেকে আদর্শ। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে, তারই উপাসনাতে মহত্ব লাভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন "মাতৃ আরাধনায় আধ্যাত্মিকতার শেষ কথা"। সমাজের চোখে নিন্দিতা রমণীদের দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন "মা, তুই এইরূপেও আছিস"! সেই রূপেই প্রণাম নিবেদন করেন তাঁকে।

স্বামীজীর অনুভব "অশুচি বস্তুর উপর পড়লেও আলোক অশুচি হয় না, আবার শুচি বস্তুর উপর পড়লেও তার গুণ বাড়ে না। সকল প্রাণীর পেছনেই সেই সৌমাংসৌম্যতরা, নিত্যশুদ্ধস্বভাব মা রয়েছেন।" (বাণী ও রচনা ৪র্থ পৃ: ১৫৫)

শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধিত শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে স্বামীজী বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন জগন্মাতৃকার রূপ। জীবনভর তাঁর নানা কর্মে, কোথায় ও ভাবে তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই।

১লা মে ১৮৯৭ এ বলরাম বসুর বাড়িতে, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যদের উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভায় স্বামীজী সকলকে উদ্দীপ্ত ভাবে বলেন, "শ্রীশ্রীমাকে কি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী বলে আমাদের গুরুপত্নী হিসেবে মনে কর? তিনি শুধু তা নন, আমাদের এই যে সংঘ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষাকত্রী, পালনকারিণী, তিনি আমাদের সংঘজননী"।

শ্রীমা বলতেন "ঠাকুর আমাকে রেখে গেছেন জগতে মাতৃভাব বিকাশের জন্য।" এর মধ্যে দিয়ে শ্রীমায়ের বিরাট অন্তর্জীবনের স্বর্গীয় সুসমাই ধরা পড়ে। তাঁর লীলাকালে হয়তো তাঁর এই বিরাট জগন্মাতার রূপ বুঝে ওঠা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু স্বামীজী তা অনুভব করেছেন তাঁর আধ্যাত্মিক প্রস্তার আলোকে। স্বামীজীর গুরুভাইরাও বলতেন "আমাদের মধ্যে স্বামীজীই মাকে অনেকটা বুঝেছেন।"

স্বামীজী বলেছেন: "মা ঠাকুরণ কী বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেউই পারেনি - ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। মা ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তিকে জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গাঙ্গী মৈত্রেয়ী জন্মাবে। যারা বিশুদ্ধভাবে সাত্বিক ভাবে মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেই জন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে।"

কাস্মীরে ক্ষীরভাবানী মাতৃমন্দির দর্শন করে ১৮৯৮ এর সেপ্টেম্বরে স্বামীজী যে কবিতাটি রচনা করেন, তার ভাব কিন্তু করুণাময়ী শান্তস্বরূপিনী মায়ের নয়। স্বামীজী সেই কবিতাটিতে মায়ের মৃত্যুরূপের বর্ণনা করেছেন। তা পড়ে আমরা আর এক স্বামীজিকে পাই। প্রলয়রূপিনী মাকে আহ্বান করেছেন তিনি। স্বল্পপরিসরে জীবনের শেষের দিকে বেলুড মঠেই থাকতেন। মর্ত্যলোকের শেষ দিনটিতে ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ বেলুড মঠে সন্ধ্যায় মায়ের ভাবে বিভোর বিবেকানন্দ গাইলেন "মা কি আমার কালো রে / কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো রে।"

স্বামীজীর মর্ত্যলীলা অবসানের পর ভারতের নতুন প্রজন্ম প্রথমেই গ্রহণ করে তাঁর দেশমাতৃকার আরাধনার দিকটি। শত শত যুবক যুবতী বোঝে "মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত" তারা। মৃত্যুকে ভালোবেসে বরণ করে দেশমাতৃকার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করে তারা।

বর্তমান সমাজেও নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিশেষ করে নারী সমাজের মধ্যে স্বামীজীর ভাবনা অনুযায়ী অগ্রগতির বিকাশের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন দিকে (In various walks of life) আত্মবিশ্বাস, কর্মোদ্যম, উৎসাহ ও সাহসের সঙ্গে নারীরা এগিয়ে চলেছেন শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও তৎবিষয়ক গবেষণা, সাহিত্য ও সৃষ্টিধর্মী নানা ধরনের কাজে। প্রতিভার বিকাশে পুরুষদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণ এবং অনেক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর কৃতিত্বের সাক্ষ্য রাখছেন। নতুন প্রজন্মের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের উৎসাহ, আগ্রহ, সৃষ্টিশীলতা অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে; এটি অবশ্যই একটি শুভ লক্ষণ।

ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবেই, কিন্তু সেগুলি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। Positive দিকটিকেই গুরুত্ব দিতে হবে ও ধীরে ধীরে ত্রুটি দূরীকরণে সচেষ্ট হতে হবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে ইচ্ছে করছে; ভারতবর্ষের মধ্যে আবার বাঙ্গালীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে মাতৃরূপটি যেন জাগ্রত। আমাদের মাতৃভাবটি যেন বেশি ভাল লাগে। মাতৃভাব নিয়েই আমাদের প্রধান উৎসব, দুর্গোৎসব।

বিশ্বের নানা দেশে স্বামীজী পরম শ্রদ্ধায় আজও আসীন। কোটি কোটি হৃদয়ে আজ তিনি জীবন্ত, জাগ্রত। সেই মহামানব আমাদের সামনে যে মহান আদর্শ রেখে গেছেন, আমরা যেন অকপট ভাবে তা অনুসরণ করে ধন্য হতে পারি।

জয়তু স্বামীজী ।।

বার্কলে বেদান্ত মঠের গোড়ার কথা

টুলটুল মজুমদার

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের নির্দেশে পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী আমেরিকায় বলেন "পাশ্চাত্যের প্রতি আমার একটা বাণী আছে যেমন প্রাচ্যের প্রতি বুদ্ধের একটা বাণী ছিল।" এই বাণী বেদান্তের বাণী, শ্রী রামকৃষ্ণেরই বাণী। স্বামীজী প্রায় পাঁচ বছর (১৮৯৩ র জুলাই থেকে ১৮৯৬ র ডিসেম্বর এবং ১৮৯৯ র জুলাই থেকে ১৯০০ র নভেম্বর) যাবৎ আমেরিকা ও ইউরোপে সার্বজনীন বেদান্তের বাণী প্রচার করেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজী প্রথম পদার্পণ করেন ক্যালিফোর্নিয়ার বে এরিয়ার ওকল্যান্ড শহরে। পরবর্তী চার মাস স্বামীজী সান ফ্রান্সিস্কো, আলামেডা, ওকল্যান্ড ইত্যাদি এই সব শহর কেন্দ্র করে বেদান্তের সমন্বয়বাণী প্রচার করছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বামীজী সান ফ্রান্সিস্কো শহরে একটি বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বে এরিয়ায় প্রচার কালে পাইন স্ট্রিটের "হোম অফ টুথ" এর সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সারা ফক্স এবং তাঁর বোন রেবেকা ফক্স। তাঁরা ওকল্যান্ডের ইউনিটেরিয়ান চার্চে স্বামীজীর বক্তৃতায় গভীর ভাবে প্রভাবিত হন এবং স্বামীজীর থেকে বেদান্ত সম্বন্ধে জানবার জন্য খুবই আগ্রহী হন। পরবর্তী কালে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের জন্য স্বামীজীর নির্দেশে তাঁরই গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আসেন এবং অনলস ভাবে বে এরিয়ার অনুসন্ধিৎসু নরনারীর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও শাস্ত্র ভারতের বৈদান্তিক ধর্ম প্রচার করে চলেন।

মি: ফ্রাঙ্ক রডহামেল, মিস সারা ও রেবেকা ফক্স ও আরও কয়েকজনের অনুরাগীর আগ্রহে নিয়মিত ভাবে পঠন পাঠনের জন্য ওকল্যান্ডে একটি আলোচনা চক্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ক্রমে ভক্তদের উৎসাহে এবং গুরুদাস মহারাজের (স্বামী অতুলানন্দ) নেতৃত্বে পূর্ব বে অঞ্চলে বেদান্তের প্রসার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

পরে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন স্বামী অশোকানন্দের প্রচেষ্টায় বার্কলের বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন হয়। কিন্তু সেই সময়ে জমি অধিগ্রহণের কাজটি মোটেও সহজ ছিল না।



"হিন্দু ধর্মের এক প্রতিষ্ঠানের পতন হয়ে বার্কলে শহরের মর্যাদার অবক্ষয় হতে চলেছে" এই মর্মে মিথ্যা প্রচার, বেদান্তের প্রতি কালিমা লেপন, আবাসিকদের মনে ক্ষোভ ও উষ্ণা সঞ্চার ইত্যাদি নানা অপকৌশলের সাহায্যে স্থানীয় জমির মালিক বর্গ এবং কিছু বর্ণবিদ্বেষী অসহিষ্ণু মানুষ প্রচার চালাতে থাকে।

বর্ণবিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা ছাড়াও এই অপপ্রচারের পেছনে একটা আশংকা ছিল যে "হিদেরদের" আবির্ভাব হলে ওখানে জায়গার দাম খুব পড়ে যাবে। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার স্থানীয় সিটি কাউন্সিলে দুই পক্ষের সাক্ষাৎ হয়।

প্রথমে ডোয়াইট ওয়ে এবং পিডমন্ট এভিনিউর সংযোগস্থলে অনেক গাছপালা ঘেরা একটি বড় বাড়ির জায়গা মনোনীত হলেও বার্কলের সিটি কাউন্সিলে নির্বাচনে পরাজয়ের ফলে সেই জায়গা অধিগ্রহণ করা যায় নি।

স্বামী অশোকানন্দ অবশ্য এতো সহজে হার মানার পাত্র ছিলেন না। বার্কলের বেদান্ত অনুরাগীদের নিয়ে নতুন উদ্যমে তিনি চেষ্টা শুরু করেন। এই কাজে যাঁরা সব সময় সঙ্গে ছিলেন, সারা ও রেবেকা ফক্স, মিসেস হার্ভে, মিসেস হিউই, মিসেস ওয়াটকিনস, মিঃ ও মিসেস মার্টিন, বব আটার তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। হেস্ট ও বাওডিচ স্ট্রিট সংলগ্ন একটি পছন্দসই জমি পাওয়া গেল অনেক খোঁজার পরে। যথারীতি বিরোধী দল আবার সক্রিয় হয়ে উঠল এবং অপপ্রচারের কাজ শুরু করল। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছে ও শুভ শক্তির কাছে সব অশুভ শক্তি হার মানতে বাধ্য হল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর সিটি কাউন্সিলে দুই পক্ষের শুনানিতে বেদান্ত সোসাইটির জয় হল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে শুরু হয়ে জুন মাসের শেষে সংঘের বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়। ওই বছর অক্টোবর মাসের ২২শে, বিজয়া দশমীর দিন বার্কলে মন্দিরের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়। ঐদিন সকাল এবং বিকেল, দুইবেলাতেই অনেকে ভক্তের সমাগম হয়।



সেদিন অনুষ্ঠানে ভাবগাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিকতা এক এমন উচ্চতায় উঠেছিল যে যাঁরা ঐদিন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ হৃদয়ে সংশয়হীন ভাবে জগৎজননী মায়ের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাঁরা পরে এই কথা নানা সময়ে বলে গেছেন।

প্রথম ৩১ বছর বেদান্ত সোসাইটি অফ নর্দান ক্যালিফোর্নিয়ার অধিগত থাকলেও ১৯৭০ সালে বার্কলের বেদান্ত সোসাইটি বেলুড মঠের থেকে এক স্বশাসিত সংস্থার অনুমোদন লাভ করে।

এখানে বেদীর ওপরে বামদিকে স্বামীজী, ডানদিকে শ্রী ঠাকুর ও মাঝখানে শ্রীশ্রীমা বিরাজমান।

জয় ঠাকুর, মা, স্বামীজী।।

তথ্যসূত্রঃ

Book "A Heart Poured Out: A Story of Swami Ashokananda" by Sister Gargi
Several Udbodhan Magazines

ছোটবেলা

বিদিশা রায় চৌধুরী

পুরোনো পার্বণীর পাতা ওলটাতে ওলটাতে নিজের হারিয়ে যাওয়া লেখার যেন কোনো এক যোগসূত্র খুঁজে পেলাম। কিন্তু ভাবলাম পারবো তো? কর্মক্ষেত্রের বাইরে লেখালেখির সাথে বহুদিন কোনো যোগাযোগ নেই। তবু ভাবলাম ছোটবেলায় আমার লেখায় বাবার ভুল ধরানোর স্মৃতিতে আরো একবার ফিরে যাই। বিগত বছর দুয়েক করোনার সাথে লুকোচুরি খেলে আজ আবার সেই উৎসবের দিন অগ্রসর। শাড়ী, জামা, সাজগোজ সব প্রস্তুতি সঙ্গেও একটা চাপা মন খারাপের অনুভূতি। এটাকেই বোধহয় "Home Sickness" বলে।

এবছর বে-এরিয়ার অনেকেই দেশে ঘুরে আসেন। পরিচিতদের মুখে ক্লাইটের ভীড়, সহযাত্রীর মাস্কবিহীন অবিরাম সর্দি-কাশি, বমি-র অভিজ্ঞতার কথা শুনে মনে হলো থাক। আগামী বছরই সই। আলুহীন ঝাল-বিরিয়ানী অথবা কোমরভাঙা খাটুনী-বিরিয়ানী থেকে একটু সরে আর্সালান, গোলবাড়ি, বাদশার অপেক্ষায় থাকি বরং। দেশের পূজামণ্ডপের নতুন কাপড়ের গন্ধ, মাইকের শব্দে ঘুম ভাঙা, রাস্তায় আলোর মেলা এবং বোরোলিন, এশিয়ান পেইন্টস- এর সেজে ওঠা দেয়াল মনে এক আলাদাই অনুভূতি দেয় যে যত গরমই পড়ুক বা যত ভিড়ই হোক।

ছোটবেলায় দুপুরের পচা গরমে যখন একটা কাক বা সারমেয়কেও দেখা যেত না, ঠিক সেই সময় পাড়ার পূজামণ্ডপের প্রতিটা কক্ষি ও দড়ির ভেতর দিয়ে দিয়ে পুরো মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে বেড়াতাম। পাড়ার কাকুরা দেখে বলতো "কি রে, এখনো বাড়ী যাস নি?" আর সন্ধ্যাবেলা নতুন জামা পরে বন্ধুদের সাথে ক্যাপ ফাটানোর বিশাল ধুম। পাড়ার বিশুদার দোকানে ১টাকায় ১০টা ক্যাপ পাওয়া যেত। শঙ্খ-ঘন্টা, ঢাকের শব্দের সঙ্গে আমাদের ক্যাপ ফাটানোর শব্দ মিলেমিশে একাকার এবং সেটা করতে পারার সাংঘাতিক উত্তেজনা আমাদের। জানি না কেন পাড়ার ছোট-ছোট বাচ্চাদের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে 'march past' করতাম আমরা। তারাও আমাদের পেছন-পেছন "Left-Right-Left" করতে করতে পুরো মণ্ডপের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতো। মা খেতে ডাকলে আবার ডিউটি বদল হতো, এবং এগুলো দেখে পাড়ার লোকজন বলতো "তারা এগুলো কি করিস রে?"

কিছু কিছু বাড়ির সদর দরজা খোলা থাকতো পূজোর দিনগুলোয়। পা টিপে টিপে ঢুকে ক্যাপ ফাটিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসতাম বন্ধুরা মিলে। এভাবেই কোনো এক বাড়ি থেকে ছুটে পালানোর সময় রাস্তায় মুখ খুবড়ে পড়ি অষ্টমীর দিন। নাক-মুখ সঙ্গে সঙ্গে ফুলে বিভ্রংস্য আকার ধারণ করে। আমার এ হেন রূপ দেখে বন্ধুদের হাসি আর খামে না, তার ওপর মণ্ডপে পুষ্পাঞ্জলীর ভিড়ের মাঝখানে দিয়ে হঠাৎ বাবার মুখ। কটমট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

তারপর নবমী থেকে দাদাদের কঠোর দৃষ্টি। পান থেকে চুন খসলেই বাড়িতে নালিশ। ভয়ে ভয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পূজো কাটানো কিন্তু তার মধ্যেও একটা অবর্ণনীয় আনন্দ ছিল। স্কুলের যাবতীয় কার্যক্রমের সক্রিয়তার পাশাপাশি বছরের বিভিন্ন ছুটির সময়গুলো কাটতো পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক, উৎসব-অনুষ্ঠান করে।

পাশের বাড়ির কাকী আমাদের দেখলেই বলতো "বুবু-র সামনে পরীক্ষা আছে, এখন কিন্তু কিছু করিস না।" কারণ, কাকিদের খাট-ই আমাদের সেবারের অনুষ্ঠানের মঞ্চ। একটা নাটক ভাবা হয়েছিল, "বাবু ও চাকর"। আমার বন্ধু বুবু বাবুর চরিত্রে এবং আমি চাকর। ওটাই আমাদের সেবারের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া মলি, মিঠু, মাম, কোনি, গৌতম, বাবুদের নাচ, গান, কবিতার অনুষ্ঠান একে একে। কে কি করেছিল ঠিক মনে নেই। শুধু বাবু ও চাকর নাটকে সবার হাসি দেখে বুঝতে পারি যে ভালোই ছিল আমাদের পারফরমেন্স।

এর ঠিক পরের বছর আমাদের ছাদে "যেমন খুশি সাজো" প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় কিন্তু সাজগোজে এতো সময় লেগে যায় যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পেরিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও কোনো আলো নেই। বোধহয় অমাবস্যা ছিল। পাশ থেকে অনবরত কানে আসে "তাড়াতাড়ি কর তোরা, এই অন্ধকারে পোকা-মাকড় আসবে। বাবা অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে..." ইত্যাদি।

আমাদের পাড়ার এক কাকু কে বহু অনুরোধ করার পর অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে একটি টর্চ ধরে স্পটলাইট দিচ্ছিলেন আমাদের অনুষ্ঠানে। হঠাৎ কাকুর টর্চের ব্যাটারী ডাউন হয়ে যেতেই মা-কাকিমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবং প্রচণ্ড বকাবকি করে অনুষ্ঠানের মাঝপথেই আমাদের প্রায় তাড়িয়ে ছাদ থেকে নিচে নামানো হয়।

রোজ বিকেলের হোম-ওয়ার্ক, টিউশন, কুমিরডাঙা ও ব্যাডমিন্টন-এর সাথে হঠাৎ মনে হতো এবার পিকনিক হওয়া উচিত। কোনো ছুটির দিন ভরদুপুরে স্টিলের খেলনাবাটি নিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে তার ওপর ছোট-ছোট রুটি ও আলু ভাজার পিকনিক, সিঁড়িতে। পিচকালো শক্ত রুটি ও কুচকুচে কালো আধ-কাঁচা আলুপোড়া। খেলনাবাটিতে এবং আমাদের হাতে-মুখে কালি-ঝুলি মাখা। কিন্তু তাতেও বেজায় খুশি আমরা। গলদঘর্ম অবস্থায় সেই খাদ্য কোনোরকমে গিলে নিজেরাই নিজদের রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এগুলোর ঠিক পরে মা-কাকিমারা আমাদের যা করতেন বা বলতেন সেসব নেপথ্যেই থাকুক।

তখন বোধহয় ক্লাস ৮ বা ৯। সব পাড়ার মতো আমাদের পাড়াতেও একটা হল ছিল। এবার পাড়ার প্রত্যেকটা বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বাবা, কাকুদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে গরমের ছুটিতে ঐ হলে অনুষ্ঠান করার বাধা-পরিকল্পনা আমাদের। খাট, ছাদ, রাস্তা-গলি পেরিয়ে এবার হলে নিজদের অনুষ্ঠান। ৩ মাস আগে থেকে মা-কাকিমারা আমাদের ওপর রাগ প্রকাশ শুরু করেন। কিন্তু আমরা এতই সহিষ্ণু ছিলাম যে রোজকার প্রচণ্ড বকুনি খেয়েও হলে অনুষ্ঠান করতে অনড়। ৭ জন বন্ধু মিলে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। এই ৭ জন-ই গান গাইবো, নাচবো ও নাটকও করবো। দর্শক হলেন মা, পিসি, ঠাকুমা, পাড়ার কাকু-কাকিমা, দাদা-বৌদি, দাদার বন্ধুরা, মুদিখানা ও চা এর দোকানের লোকজন।

অনুষ্ঠানের দিন এলো। উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরুর মাঝপথে হঠাৎ গানের লাইন ভুলে যেতেই দর্শক আসন থেকে প্রচণ্ড হাততালির শব্দ ভেসে আসে। মনে আছে মাইকে বলেছিলাম "দয়া করে হাততালি দেবেন না। আমাদের গান এখনো শেষ হয়নি।" হুড়মুড়িয়ে স্টেজ থেকে নামতে গিয়ে বোধহয় কারুর পা লেগে তপনদার তবলার বিড়োটা সরে গেছিলো। উনি রেগে গিয়ে এমন চেষ্টামেচি শুরু করলেন যে সেই বছর তপনদা কে দূর থেকে দেখলেই আমরা লুকিয়ে পড়তাম।

এর ঠিক পরে নাচের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা। মাঝখানে প্রায় ১ ঘন্টার লম্বা বিরতি কারণ আমরাই পোশাক বদল করে নাচবো। যখন পর্দা খুললো দেখলাম হলে কেউ নেই। সবাই বাইরে বিরতি নিতে গেছে। শুধু প্রথম দুটো সারিতে মা, ঠাকুমা, পিসি, বৌদি ও পাড়ার কাকিমা-রা বসে নিজদের মধ্যে কি সব আলোচনা করছেন এবং মাঝের মধ্যে স্টেজের দিকে তাকাচ্ছেন।

পর্দা আবার বন্ধ করে মাইক-এ চিৎকার করে ঘোষণা করা হলো "সবাই আসুন, নিজদের আসন গ্রহণ করুন। এবার আমাদের নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে।" আবার পর্দা খুললো। নাচের ঠিক শেষে আমাদের একটা "Freezing Pose" ছিল। কিন্তু 'technical fault'-স্বরূপ পর্দা আর বন্ধ হয়না। প্রায় ২-৩ মিনিট ঐভাবে 'freeze' হয়ে থাকার পর দেখলাম স্টেজ-এর আলো নিভে গেছে, দর্শকদের আলো জ্বলে উঠেছে এবং দর্শক আসন থেকে অনেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন আবার বিরতি নিতে যাওয়ার জন্যে। আমাদের পাড়ার শক্তিকাকু আর থাকতে না পেরে স্টেজ-এর ঠিক সামনে এগিয়ে এসে বললেন "তোরা নমস্কার করে উঠে পড় এবার। অনেক অনুষ্ঠানেই তো লোকে নমস্কার করে উঠে পড়ে।"

সেবারের শেষ আকর্ষণ ছিল কবি সুকুমার রায়-এর "অবাক জলপান" নাটক। আবার সেই এক থেকে দেড় ঘন্টার বিরতি। বাবা কোনো এক থিয়েটার দলের মেকআপ আর্টিস্ট জোগাড় করে দেন আমাদের জন্যে। সেই মেকআপ কাকু খুবই সুন্দরভাবে দাড়ি, গোঁফ, টাক, পরচুল পরিয়ে মানানসই চরিত্রে সাজিয়ে তোলেন আমাদের। এবার সবাই ধূতি-পাঞ্জাবি পরবো। কাকিমা-পিসিরা সবাই গ্রীনরুমে আমাদের ধূতি পড়াতে ব্যস্ত এবং বাকিরা সবাই হলের বাইরে। হল ফাঁকা।

একটা বড় বোর্ড কেটে তাতে কাগজ স্টেট জানলা বানিয়েছিলাম আমরা চরিত্রের সুবিদার্থে। কিন্তু প্রথম সিন-এ কোনো জানলা নেই। শক্তিকাকু সময় বাঁচানোর জন্যে না জেনেই জানলা, চেয়ার, টেবিল, ঝুড়ি সব জিনিসপত্র একসাথে মঞ্চে তুলে দেন নাটক শুরু হওয়ার আগেই। আবার সেগুলো একে একে নামানো হয়।

নাটকে আমাদের পাড়ার মিষ্ট ছিল “ছোকরা”র ভূমিকায়। ওর আবার ভীষণ সরু গলা। বারবার বলা সত্ত্বেও জানলার বাইরে মুখ গলায় নি যার ফলে ওকে কোনোভাবেই কেউই দেখতে বা শুনতে পায়নি। ওই সময়টা দর্শকরা নিজেদের কথোপকথনে ব্যস্ত ছিল। সব চরিত্রের মধ্যে সেরা ছিল বুবু-র চরিত্রায়ন। অদ্ভুত কমিক টাইমিং তার। ধুতি, পাঞ্জাবি টাক, গোঁফ নিয়ে হস্তদন্ত হয়ে স্টেজে প্রবেশ করতেই হাততালি। অনবদ্য সাবলীল অভিনয়। সে ছিল “মামা”র চরিত্রে। আমি ছিলাম বৃদ্ধর ভূমিকায়। সাদা দাড়ি-গোঁফ মুখে লাগাতেই কেমন যেন একটা বৃদ্ধভাবে চলে এলো শরীরে এবং কাঁপতে কাঁপতে পাঠ-টাও করেছিলাম। কেমন হয়েছিল জানি না তবে দর্শক প্রচন্ড হাসছিলো আমাদের দেখে। অনুষ্ঠানের শেষে সবার একসাথে দাঁড়িয়ে নমস্কার করার কথা। সেটা পুরোপুরি ভুলে গিয়ে আমরা গ্রীনরুমে পোশাক পাল্টাতে এবং মেকআপ তুলতে ব্যস্ত। হঠাৎ কারুর মনে পড়লো যে আমাদের আর একবার স্টেজে উঠতে হবে। যে যে অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থাতেই স্টেজে উঠে পড়ি। কারুর মেকআপ তুলতে গিয়ে সারা মুখে কালি, কারুর অর্ধেক দাড়ি, কেউ সালায়ার-কামিজ পড়া অথচ মাথায় টাক। এইরকম অবস্থায় নমস্কার করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

পাড়ার সবাই জানতো “টুম্পা-বুবু”, “মলি-মিঠু”, “বাবু-সুমন” আমরা এক একটা জুটি। কিন্তু বুবু B-Tech সম্পূর্ণ করেও কর্মে ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারলো না। ছোটবেলা থেকেই ওকে মাঝে-মাঝে রক্ত নিতে যেতে হত। তখন কিছুই বুঝতাম না আমরা।

যখন নিজেদের নতুন উপার্জন থেকে আবার কিছু একটা করার পরিকল্পনা করছি ঠিক সেই সময় “Colon Cancer” এ আক্রান্ত হয়ে বুবু আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেলো না ফেরার দেশে। শান্ত, স্থির, বুদ্ধিমতী, বাবা-মায়ের বাধ্য, লক্ষ্মী মেয়ে এবং আমার সব চেয়ে কাছের বন্ধু। পরের বছর পূজামণ্ডপে ওকে আবার দেখতে পাই। সবুজ রঙের নতুন পোশাক পরা, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু ছবিতে !..... তাতে মালা পরানো।

বাকি বন্ধুরা আজ সবাই নিজেদের সংসার, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। শুনেছি আর সেভাবে কোনো অনুষ্ঠান হয়না পাড়ায়। তবে পূজো হয়। যখন দেশে যাই ওরা আসে দেখা করতে একই উত্তেজনা নিয়ে। ছোটবেলায় ফিরে যাই আবার। মনেই হয় না মাঝখানে কয়েকটা যুগ পেরিয়ে গেছে।

Your Search for a Realtor ends today!



If you are looking for a competent, knowledgeable and caring real estate professional who will guide you through the complexities of this fast-paced and competitive real estate market look no further. Jaspreet provides you with the relevant information on property values, seasonal trends and market pricing. While she can provide real estate services in the entire San Francisco Bay Area, Jaspreet has also helped her clients in Central Valley. If you are looking to buy or invest in unique and endearing neighborhoods each with their own personality, ambience, amenities and housing and investment opportunities then she is you need to contact.

When you are looking for a REALTOR® who delivers exceptional client care call Jaspreet. Her clients would agree she gave them solutions, not problems.



JASPREET JOHAL

Realtor

DRE # 01915873

First Time buyer specialist,

HomeBids Certified Agent

42820 ALBRAE STREET

FREMONT, CA 94538

m: 408.836.9649

johalrealty@gmail.com



Bay Area Top Producer

EXPERIENCE - INTEGRITY - COMMITMENT

President's Circle

510 928 4823

*** Real Estate Mentor ***

Real Estate Buy or Sale

First Time Home | Vacation Home
Diversify Investments | Passive Income
1031 Exchange | Retirement Planning

Turn your dreams into reality



Jayanta Samanta REALTOR

SAMANTA REALTY TEAM

510.928.4823

DRE# 02035130

jsamanta@intero.com | www.samantarealty.com



INTERO

RENTAL



What's Your Home Worth?

বিংশ শতকের High-Tech যুগে সারদা মায়ের প্রাসঙ্গিকতা

তন্দ্রা উপাধ্যায়

জনৈক ভক্তের ভাষায় লিখি
“মা, সব শব্দের মা
তার প্রতিধ্বনিটিও মা
মা অপার রোদসমুদ্র
এক অবিভাজ্য আকাশ
মা – কামাছায়া সব মা
মার প্রতিচ্ছায়াও মা ॥”

সকলের মা সারদা। WhatsApp, e-mail, Facebook-এর দৌলতে পৃথিবী আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। আধুনিকতারসম্মুখে আমাদের সংসার ভরপুর। বেগবান গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটছে পুরুষ, নারী। তবু আমরা কেউ শান্তিতে নেই। সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, আইনজ্ঞদের কথার মারপ্যাঁচে যাই থাকুক, শান্তির ঠিকানা নেই। কিন্তু আজ অন্ততঃ ১৫০ বছরের বেশী যুগ আগে একজন অতিসাধারণ, প্রায় অশিক্ষিত, এক গ্রাম্য মহিলার জীবনী আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাইজীবনের সমস্যার সমাধানে তাঁর জীবনধারা কতটাই ‘না’ প্রাসঙ্গিক আজও।

সারদাদেবী সুস্থভাবে উচ্চারণ করে বললেন “যা কিছু কর না কেন সকলকে নিয়ে একটু মান দিয়ে কর। সকলের পরামর্শ শুনতে হয় বই কি।” আরও সতর্ক করে বললেন, “কথায় মত্ত হওয়া ভাল নয়। ইট মারলেই পাটকেল খেতে হয়।” আমাদের সমাজে এটা আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। নিমাই সাধন বসু ‘শ্রীমা’ সম্বন্ধে লিখেছেন “মা প্রাচীন লোকাচার, ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলেন না। সবকিছু মেনে চলার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে কুসংস্কার, অচলায়তনের বন্ধ দরজা খুলে দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি বলতেন, ‘পড়াশুনা শিখলে, কাজকর্ম শিখলে নিজেও সুখে থাকা যায়, অপরকেও সুখে রাখা যায়। নিজের দুই ভাইবোনের শিক্ষারব্যবস্থা, রাধুকে বিয়ের পরও মিশনারী স্কুলে পড়ানো, সরলাদেবীকে নার্সিং শিখতে উৎসাহ দেওয়া থেকে বোঝা যায় তাঁরনারীশিক্ষার প্রতি দূরদর্শিতা যা আজও গ্রহণীয়।

তাঁর চরিত্রের অপর উল্লেখযোগ্য বিষয় জাতিভেদপ্রথা ও কুসংস্কারের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। সেইজন্য তিনিসেইযুগেও সুদূর আয়ারল্যান্ডবাসী মার্গারেটকে অনায়াসে তাঁর আদরের খুকী বানিয়ে ফেললেন। এবং পরবর্তীকালে ‘সারাবুল’কে তাঁর পরিবারের সদস্য হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। মুসলিম ‘আমজাদ’ (যে এককালে ডাকাতি করত) সবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে জয়রামবাটি আশ্রমের কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁর কুসংস্কারমুক্ত মনের জন্য সহজেই তঁতে মুসলমানের শ্রদ্ধাযুক্ত নিবেদন কিছুকলা ঠাকুরের পূজায় নৈবেদ্য হিসাবে দিতে কুণ্ঠা করেননি। বলরাম বসুর স্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও কুসংস্কার থেকে বেড়িয়ে এসে একজন বিপথগামী মহিলাকে কাছে টেনে নিয়ে তাঁর আত্মিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই সময়ের রাজনৈতিক গতিধারা, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। স্বদেশী বস্ত্র কেনা বিদেশী বর্জনে তাঁর সম্মতি থাকলেও ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি দিয়ে ‘হুজুগ’ করাকে সমর্থন করতেন না। তাঁর অত্যন্ত বাস্তবতাবোধজাত অবদান, ‘যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন’॥ এর দ্বারা তিনি সকলের মনে আনন্দদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শত উদারতা সত্ত্বেও ‘মা সারদা’ কখনও সমাজের বাঁধাকে উপেক্ষা করেননি। একবার নিবেদিতা ‘জয়রামবাটি’ যেতে চাইলে নিবেদিতাকে উনি বলেছিলেন, ‘নিবেদিতা যদি জয়রামবাটি যায় তা’হলে ওখানকার লোকেরা ‘মা’কে ‘ঠেকো’ অর্থাৎ একঘরে করে দেবে।’ সারদাদেবী বিজ্ঞান বা দর্শন না পড়েও তাঁর জীবনে বিজ্ঞান ও দর্শনের কল্যাণতমরূপটি যাপন করে বর্তমান প্রজন্মকে সুস্থভাবে বাঁচার পথটি দেখিয়ে গেছেন।

তিনি পরম সাম্যে অর্থাৎ সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই বলেছেন “জগতের সবাই” আমার সন্তান। আমজাদও আমার সন্তান, সারদাও আমার সন্তান। এর থেকে বড় আধুনিকতা আর কী হতে পারে।

মা বলতেন সর্বদা কাজ করতে হয়। তাতে দেহ, মন ভাল থাকে। কাজ বলতে তিনি সংসারের কাজের সঙ্গে বিভিন্ন শিল্প কর্ম, পড়াশুনার কথাও বলেছেন।

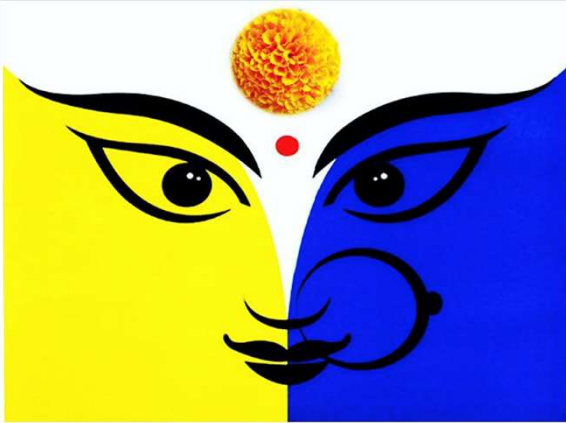
‘অপচয়বোধ’ মায়ের অন্যতম বিশেষ শিক্ষাধারা। সবজির খোসা, ভাতের ফ্যান গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতেন। তিনি সংসারী লোকেদের মিতব্যয়ী হতে বলে গেছেন। পার্সেলের কাগজ, প্যাকেট ইত্যাদি গুছিয়ে রেখে সেগুলো সময়মত ব্যবহার করতেন। একুশ শতকে আমরা যখন বিজ্ঞানের Waste Management নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত মা শতবর্ষ পূর্বেই তার পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন।

Proper Investment Strategy ও মায়ের জীবন যাপনে আমরা পেয়েছি। জমি কেনার সামান্য অর্থ (যা দিয়ে জমি কেনা হয়নি) সেটা নিজের কাছে না রেখে স্বামী কেশবানন্দকে দিয়ে বলেছিলেন ধান কিনে রাখতে যা অসময়ে বিক্রি করে পরে পয়সা পাওয়া যাবে।

উপসংহার –

বিংশ শতকেরও কয়েক দশক পর্যন্ত যখন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীর সামাজিক অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ ছিল না। যখন রক্ষণশীল সমাজে নারী ছিল উপেক্ষিত। সেই অপরিস্রুত অপ্রস্তুত সমাজে ‘পূর্ণজাগ্রতা’ নারীর উদাহরণ হলেন ‘শ্রীমাসারদাদেবী’। প্রথাগত শিক্ষাহীন, প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মহণ্ডরের বিধবা হয়েও ‘সারদাদেবী’ সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছিলেন। তাই তিনি আজও প্রাসঙ্গিক। ‘মা রেখে গেছেন আগামী তিন হাজার বছর নারীকে মহিমাময় অবস্থায় উন্নীত হবার আদর্শ।’

“জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণজগদ্ গুরুং।
পাদপদ্মে তয়ো শিষ্যা প্রণমামি মুহূর্হুঃ॥”



Leaders in 3D digital twin technology

(A proud member of the Digital Twin Consortium and a recognized Cool Vendor by Gartner)

With Best Compliments From



<https://visionaize.com/>



- ❑ Powers digital transformation with 3D digital twins
- ❑ Allows Enterprise to “experience” their data through immersive and operational 3D Digital Twins.
- ❑ Enables the Industrial Metaverse with the most robust operational 3D digital twin solution for complex industrial plants.

WDB Realty Team

WDB
REALTY TEAM



Who we are:

- Combined Experienced of 30+ years and 100's of closed homes.
- Real estate consultants that don't just look at now, but selling the same home in 5 years.
- Trusted realtors that guide you through every step of the process.
- Always put client first and a service like none.



"Sunmeet 'Sunny' Anand"
Owner & Broker
BRE #01466907



"Troy Balboa"
South Bay & Peninsula Specialist
BRE #02019834



"Gerardo Barnes"
East Bay and Peninsula Specialist
LIC#02138435

We provide:

- Competitive rebates to help you save money.
- Real estate full service for buyers and sellers.
- In-house team to stage your property.
- Reliable list of suppliers like contractors, plumbers, Gardner's to renovate, fix and update the home before listing or after buying.

Let us help you "buy or sell" your home

WDB Realty and Finance Inc.
6200 Stoneridge Mall Rd.
Suite 300

Pleasanton, CA 94588

Direct 510.676.8683

E-Mail

team@wdbrealty.com

License:

01873071



Mike Frieberg
East Bay and North Bay Specialist
BRE #01402178



গরমের ছুটি

প্রায় দুই বছর পর, এই গরমের
ছুটিতে, আমি আমার মা, বাবা,
আর ভাইয়ের সঙ্গে ইন্ডিয়া গৈছিলাম
দাদু-দিদাকে দেখতে। ওনারা বেশানুর
জহরে একটা এয়ারমেনে থাকেন।
বাংলাই বিজ্ঞান যন্ত্রপাতির রেল জংশন।
তাই সব সময় ট্রেনের খুব অগুয়াজ।
তাও আমার আর আমার ভাইয়ের ট্রেন
দেখতে খুব মজা লাগতো। আমি রোজ
আমার ভাইয়ের সঙ্গে কম্প্লেক্সের নীচে
খেলতে যেতাম। রথের দিনে আমি
আমার বাবা, ঠাকুরদাদা ও সিনিয়রদের সঙ্গে
ইস্কান মন্দিরে জ্বালনা পুজো দেখতে



Author: Ojasya Hriman Machiraju



গৈছিলাম। পুজোর সময় খুব গিড় আর
ধোঁয়া ছিল। আমরা মেট্রো ধরে প্রায়
Orion আর Mantri malls ঘুরতে যেতাম।
ওখানে San Mateo Hillsdale Mall থেকেও
অনেক বেশি দোকান। ইন্ডিয়াতে অনেক
রকমের খাবার পাওয়া যায়। মনে California
Burrito নামে এক রেস্তোরাঁতে থেয়েছিলাম।
আমার দাদু দারুন নীর বনিয়ে খাইয়েছিলেন।
COVIDএর পর আমার ইন্ডিয়া ঘুরতে আমার খুব
ভালো লাগলো।

Name: ওজস্যে ম্যচিরাজু

Age: ১২

বাংলা

বিদ্যাপীঠের তরুছায়া

নরম রৌদ্রের রঙিন এক শীতের দুপুরে
হাজির হয়েছিলাম বিদ্যাপীঠ দেওঘরে,
দিগন্ত বিস্তৃত মঠে - নন্দন পাহাড়ের পাদদেশে
এক আনন্দ নিকেতনে।

ডাক এলো মহারাজের সন্নিকটে!
মনে ভাবি, একি বাস তোমার রাজন?
মুন্ডিত মস্তক, গেরুয়া বস্ত্র আর খডম যুগল চরণ!
তারপর কত কথা - কি খাই, কি পড়ি?
কে প্রিয় - পতৌদি না চুণী?
আচ্ছা বাবা, সাত সকালে উঠতে পারো?
গলকম্বলের ইংরেজি বল?
“এ” প্লাস “বি” হোল স্কোয়ার কি?
আরো কত কি?

একদিন ডাকঘর থেকে এল জীবনের সেই ডাক,
এল সেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, একটি ছোট্ট পোস্টকার্ড।
বাবার আনন্দ অশ্রু আর মায়ের অবিরাম চোখের জলে,
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আলোচনার পরে,
পিতা মাতা দিলেন সঙ্গে শুদ্ধসত্তানন্দজির চরণতলে,
শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদার পাদ পদ্মে।

হাড় কাঁপানে শীতে হিম শীতল জলে স্নান,
গ্রীষ্মের প্রখর রোদে বিজলি পাখা বিহীন ধাম,
তাও কেটেছে দিন আনন্দে,
আমবাগানের কাঁচা আমের স্বাদে,
খেলার মাঠে, শৈশবের কলরবে।

খেলা, খেলা আর খেলার মাঝে,
লালন করলে তুমি,
পালন করলে তুমি,
কাঁচা বয়সের কোমল মনে দিলে পূর্ণতা,
সময়ের সাথে দিলে স্বয়ম্ভরতা;
যৌবনের শক্তি আর জীবনের জয়গানে,
পাঠালে বিদ্যাপীঠ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে।

ছাত্র থেকে ছাত্রধর-
আমরা আজ বিশ্বের বিদ্যামন্দিরে।

তোমার তরুলতায়, তোমার তরুছায়ায়,
মুগ্ধ এই জীবন হে বিদ্যাপীঠ জননী,
বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় অমৃত বাহিনী।

Siba Prasad Raychaudhuri

Professor
University of California Davis
Program Director
School of Medicine
451 E. Health Sciences Dr, Rheumatology,
GBSF
Davis, CA, 95616

*“Our high school Deoghar
Ram Krishna Mission; the
first established RKM school
in 1922 is completing its
centenary. This poem is
written for this occasion”*

With Best Compliments From



Global IT



Cloud Solution

**Data
Analytics**

Quality Assurance

ERP

Business Intelligence

Data Labeling

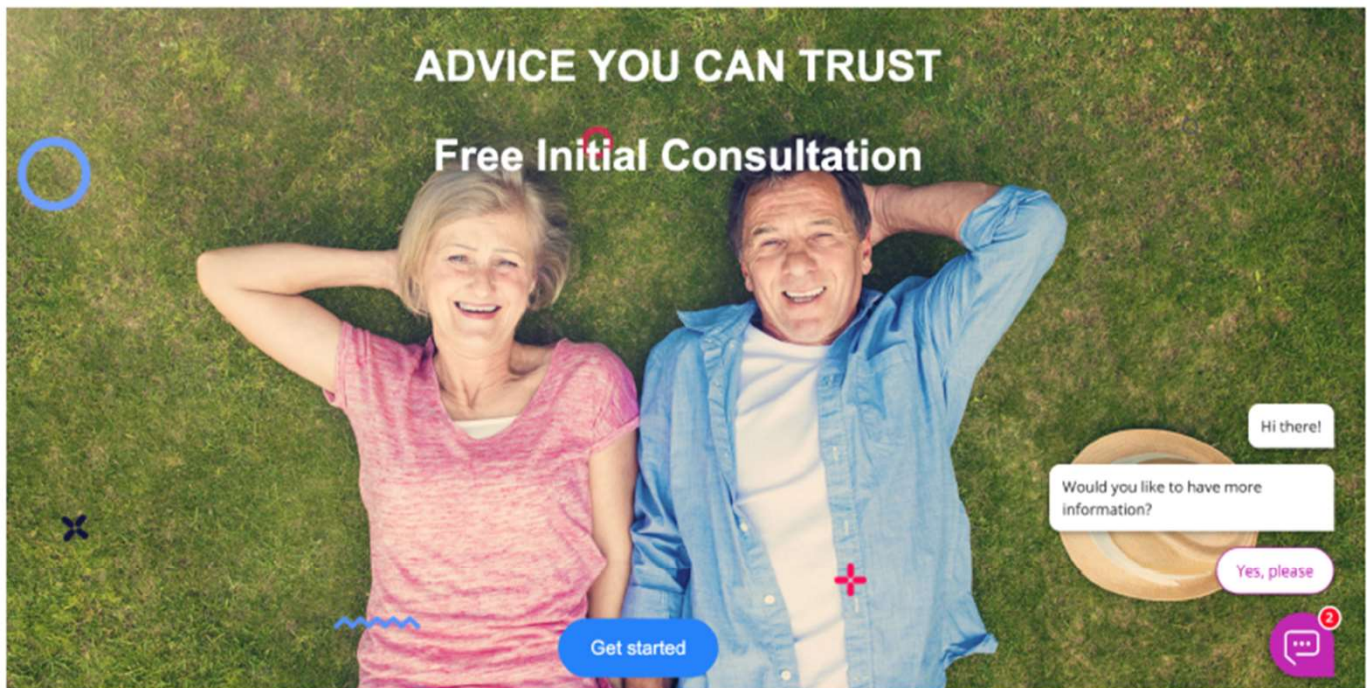
Global IT Inc is an IT resource provider offering a vast range of IT services, products, and solutions to our clients across many verticals. We are reputed and known as Cloud & Data organization actively working on building and delivering technology projects and solutions.

<https://globalitinc.com/>

With Best Compliments From



Breaking Boundaries in Health



TOGETHER WE CAN MAKE YOUR HEALTH BETTER

In the medical world, you might hear that 225,000 people have died "iatrogenic deaths" in the past year. According to the Journal of the American Medical Association (JAMA), it's the third largest cause of death in the United States. Iatrogenic. How's that for a hundred-dollar word? It sounds important, but what does it even mean? Is it a rare tropical disease? A genetic mutation? No, iatrogenic actually refers to an inadvertent death caused by a doctor, or a hospital, or an incorrect or unnecessary medical procedure. That's where Healthzen comes in. Second opinions provided by top doctors to help you be certain you're taking the right decision on the road to recovery.

<http://healthzen.io/>

With Best Compliments From



TECHORBIT INC
Technology Evolution
www.techorbit.com
USA | CANADA | INDIA

ABOUT US

- HEADQUARTERED IN DALLAS, TX
- PARTNERED WITH MAJOR IT STAFFING FIRMS IN NORTH AMERICA
- DELIVERY CENTERS IN INDIA & USA
- 850+ EMPLOYEES IN NORTH AMERICA
- GLOBAL SERVICE CAPABILITY IN NORTH AMERICA & INDIA
- SPECIALIZE IN NICHE/EMERGING TECHNOLOGIES

**NICHE SKILLS
RIGHT ON TARGET**

নমস্তোই নমো নমঃ।। ইয়া দেবি সর্বভূতেশু লজ্জাকপেণ সংস্থিতা। নমস্তোই নমস্তোই নমস্তোই নমো নমঃ।।



শ্রাবণীয়াব
প্রীতি ও শুভেচ্ছা

 **PRINTPAPA**
READY TO PRINT

OFFSET | DIGITAL | LARGE FORMAT | PROMO PRODUCTS



Order Online at www.printpapa.com
or Call: **408-567-9553**
1920 Lafayette Street, Unit L,
Santa Clara,
CA 95050



নমস্তোই নমো নমঃ।। ইয়া দেবি সর্বভূতেশু লজ্জাকপেণ সংস্থিতা। নমস্তোই নমস্তোই নমস্তোই নমো নমঃ।।

INDIA GROCERY & Spice

218 E. Hillsdale Blvd., San Mateo, CA 94403

(650) 376-3555

Open 7 days from 10am to 8pm

